রাঁচি, সোমবার

27:03:2023

বাংলা দৈনিক

জাতীয় খবর

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK

web : www.rashtriyakhabar.com

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>164 >>12 Chaitra 1429 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ১৬৪ >><< ১২ই, চৈত্র ১৪২৯>>

যে কারণে পুতিনকে ধন্যবাদ দিলেন এরদোগান

তুরস্ক ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনকে ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোগান। শনিবার ফোনে আলাপ করেন এই দুই নেতা। এ সময় পুতিনকে দ্রুত ইউক্রেন সংঘাত নিরসনের আহ্বান জানান এরদোগান। খবর ইয়েনি শাফাকের। তুরস্কের যোগাযোগ পরিদপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়, শনিবার পুতিনের সঙ্গে ফোনালাপ করেছেন এরদোগান। এ সময় কৃষ্ণসাগর দিয়ে বহির্বিশ্বে ইউক্রেনের শস্য চুক্তির মেয়াদ আরও ১২০ দিন বাড়ানোর জন্য পুতিনকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন এরদোগান। গত বছর ২৪ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ শুরুর পর ইউক্রেনের কয়েকটি বন্দর থেকে বহির্বিশ্বে শস্য রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরে জুলাইয়ে জাতিসংঘ ও তুরস্কের উদ্যোগে ফের তা চালু করা হয়। এ চুক্তির মেয়াদ দ্বিতীয়বারের মতো বাড়ানো হলো। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ফোনকলে তুরস্ক ও রাশিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়েও আলোচনা করেছেন এই দুই নেতা। ফোনকলে এরদোগান এবং পুতিন দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ১০০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করতে এবং দুই দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করার জন্য দৃঢ় পদক্ষেপ নিতে সম্মত হয়েছেন।

বাজার দর

SENSEX : 57925.28 -289.31
NIFTY : 17076.90 -75.00

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
31.00 °c	18.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.02 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 05.46 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 55,070 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়) 52,450 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 67,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

রাহুল গান্ধীকে পার্লামেন্টে অযোগ্য ঘোষণার প্রতিবাদে যা বললেন বোন প্রিয়াংকা

নয়া দিল্লি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চোর বললে জেল হয়। অথচ একজন শহিদের ছেলেকে মীর জাফর বললে মামলা পর্যন্ত হয় না এমন মন্তব্য করেছেন কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধী। খবর হিন্দুস্তান টাইমস, দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার। রাহুল গান্ধীকে পার্লামেন্টে অযোগ্য ঘোষণার প্রতিবাদে রোববার ভারতজুড়ে দিনব্যাপী বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছে কংগ্রেস। রোববার মহাত্মা গান্ধী স্মৃতিসৌধে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনের চেষ্টা করে কংগ্রেস, তবে পুলিশ তা প্রত্যাখ্যান করে। পরে পার্টির সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াংকা গান্ধী এবং কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে দিল্লির রাজঘাটের বাইরে বিক্ষোভের নেতৃত্ব দেন। প্রিয়াংকা গান্ধী বলেন, 'আমার ভাই (রাহুল গান্ধী) একজন শহিদের সন্তান। আপনি আমার ভাইকে দেশদ্রোহী ও মীর জাফর বলেছেন। আপনি (মোদি) তার মাকে অপমান করেছেন। আপনার একজন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাহুল গান্ধী জানেন না তার বাবা কে। আপনি প্রতিদিন আমার পরিবারকে অপমান করেন, কিন্তু কোনো মামলা হয় না।' গান্ধী পরিবারের বিরুদ্ধে বিজেপির বেপরোয়া আক্রমণের নেতৃত্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আছেন বলেও অভিযোগ করেছেন কংগ্রেস নেতা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তিনি বলেন, 'কাশ্মীরি পণ্ডিত বংশকেও অপমান করেছেন মোদি'। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে অপমান করায় গুজরাট আদালতে দোষী প্রমাণিত হন রাহুল। ওবিসি (পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী) সম্প্রদায়কে অপমান করার দায়ে কংগ্রেস নেতাকে দুই বছরের কারাদণ্ড দেয় আদালত। সাজা পাওয়ায় ভারতের সংবিধান অনুযায়ী, এমপি পদ হারান রাহুল। কংগ্রেস সভাপতি খাড়গে বলেন, 'নীরব মোদি কি ওবিসি? মেহুল চোকসি কি ওবিসি? ললিত মোদি কি ওবিসি? তারা তো পলাতক।' তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধী কেবল কালো টাকা নিয়ে পালিয়ে যাওয়াদের প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। কংগ্রেস সারা দেশে শত শত বিক্ষোভ করবে। আমরা বাকস্বাধীনতা রক্ষার জন্য লড়াই করব। রাহুল গান্ধীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমি সব বিরোধী দলকে ধন্যবাদ জানাই।'

শুভেন্দুর গড়ে হানা মমতার, পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে জেলা সফর ঘিরে সাজে সাজো রব

কলকাতা ঃ পঞ্চায়েত ভোট দুয়ারে কড়া নাড়ছে। যে কোনো দিন ঘোষণা হতে পারে নির্বাচনের। তার আগেই শুভেন্দু অধিকারীর গড়ে হানা দিতে চলেছে মুখ্যমন্ত্রী প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে তাঁর এই জেলা সফর ঘিরে সাজে সাজো রব পড়ে গিয়েছে। এপ্রিলের গোড়াতেই তিনি যাবে পূর্ব মেদিনীপুরে। তিনদিনের কর্মসূচি মমতার এবার পূর্ব মেদিনীপুরে তিন দিনের সফর করবেন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ এপ্রিল পূর্ব মেদিনীপুর সফরে যাবেন। সেখানে ৬ এপ্রিল পর্যন্ত নানা কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে তিনি কলকাতায় ফিরবেন। কলকাতার ফিরবেন ৬ এপ্রিলই। মুখ্যমন্ত্রীর জেলা সফর রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচন মে মাসের মধ্যেই হবে। ফলে মুখ্যমন্ত্রীর এই জেলা সফর যে সেই নির্বাচনকেন্দ্রিক হবে তা বলাই বাহুল্য। শাসক থেকে বিরোধী সমস্ত দলই নানা কর্মসূচি নিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীও সম্প্রতি জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করে একাধিক নির্দেশিকা দিয়েছেন। তিনি নিয়ম করে সমস্ত জেলার সঙ্গে বৈঠক করবেন বলেও জানিয়েছেন। প্রতিবাদে ধরনা মমতার এর মধ্যে তিনি আবার জেলা সফরে বের হচ্ছেন। বিভিন্ন জেলায় সভা সমাবেশ বাড়াচ্ছেন তিনি। মার্চ মাসের শেষ থেকে একাধিক কর্মসূচিতে জোর দিয়েছেন। আগামী ২৯ ও ৩০ মার্চ আম্বেদকর মুর্তির পাদদেশে কেন্দ্রীয় বঞ্চনার প্রতিবাদে ধরনায় বসবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর তিনি জেলা সফর করতে শুরু করবেন। শুভেন্দু গড়ে জনসংযোগ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর জেলা সফরে প্রথমেই বেছে নিয়েছেন শুভেন্দু গড় পূর্ব মেদিনীপুরকে। সূত্রের খবর ৪ এপ্রিল তিনি হেলিকপ্টারে যাবেন দিঘা। দিঘার হেলিপ্যাড ময়দানে বুথ কর্মীদের সম্মেলনে যোগ দেওয়ার কথা মমতা বংেদ্যাপাধ্যায়ের। ৫ এপ্রিল শুভেন্দু গড়ে জনসংযোগ কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার কথা তাঁর। মন্দির উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘুরে দখতে চাইছেন দিঘা ও দিঘা সংলগ্ন এলাকাগুলি। দিঘায় আসা মানুষজনের সঙ্গে তিনি কথা বলবেন। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদলে তৈরি হচ্ছে দিঘা। সেই মন্দির উদ্বোধনের ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে আরও একাধিক কর্মসূচি রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের। নন্দীগ্রাম কেন্দ্রে হারের পর পূর্ব মেদিনীপুর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড়। তারপর এই জেলারই নন্দীগ্রাম কেন্দ্র থেকে একুশের নির্বাচনে তিনি প্রার্থী হয়েছিলেন। বিধানসভা নির্বাচনে শুভেন্দু অধিকারীর কাছে বিতর্কিত হারের পর এই প্রথম তিনি যাচ্ছেন জেলা সফরে। বরাবরই তিনি এই জেলাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। এবারও তার অন্যথা হবে না। এই সফরের তাৎপর্য বেশি শুভেন্দুর কাছে বিতর্কিত হারের পর নন্দীগ্রাম তথা পূর্ব মেদিনীপুর জেলাকে আর বেশি গুরুত্ব দিয়েছে তৃণমূল। এবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের দামামা বাজার আগে তিনি এই জেলা থেকেই সফর শুরু করলেন। ফলে তাঁর এই সফরের তাৎপর্য যে বিশেষভাবেই রয়েছে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

যুক্তরাষ্ট্রে টর্নেডোর মুখে বাইডেনের জরুরি অবস্থা ঘোষণা

নিউ ইয়র্ক ঃ শক্তিশালী টর্নেডোর আঘাতে লন্ডভন্ড হয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্রের মিসিসিপি অঙ্গরাজ্য। এরইমধ্যে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২৬। এ পরিস্থিতিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের অনুমোদনে মিসিসিপিতে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। খবর রয়টার্সের। রোববারও টর্নেডো কবলিত অঞ্চলগুলোতে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। হোয়াইট হাউসের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট বাইডেন ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ফেডারেল সহায়তার নির্দেশ দিয়েছেন। পাশপাশি ক্যারল, হামফ্রেস, মনরো এবং শার্কির কাউন্টিতে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য তহবিল গঠন করা হয়েছে। মিসিসিপি'র ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি জানিয়েছে, স্থানীয় সময় শুক্রবার রাতে এ টর্নেডোটি আঘাত হানে। যার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১৬০ কিলোমিটার। টর্নেডোটি যেসব এলাকার ওপর দিয়ে গেছে সেখানে রীতিমতো ধ্বংসলীলা চালিয়েছে। টর্নেডোর বেশ কিছু ছবি এবং ভিডিও প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে দেখা গিয়েছে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা এলাকা। এখনও বহু এলাকার বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লোকালয়, দোকানবাজার, রাস্তা সবকিছুই। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলোতে বহু মানুষ আটকে রয়েছেন বলে আশঙ্কা উদ্ধারকারীদের। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, মিসিসিপিতে এখন পর্যন্ত ২৫ জনের ও আলাবামায় এক জনের মৃত্যু হয়েছে।

টিভি ফ্রিজ ফ্যান সব চলছে কিন্তু ইলেকট্রিক বিল জিরো, এমনই অসাধ্য সাধন করেছেন বাঁকুড়া মনোজিৎ মণ্ডল

বাঁকুড়া ঃ টিভি ফ্রিজ ফ্যান চিমনি সবই চলছে বাড়িতে এদিকে বিদ্যুতের বিল নেই। এই দুর্মূল্যের বাজারে সত্যিই যদি এমনটা হয় তাহলে কেমন হয়। কে না চাইবেন এই সুবিধা। অনেকটা স্বপ্ন বলে মনে হলেও এই অসাধ্য সাধন করে দেখিয়েছেন বাঁকুড়ার মনোজিৎ। তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন কীভাবে এটা করা সম্ভব। দু কামরার ফ্ল্যাট বাড়িতেই বাস। এসি, টিভি, ফ্রিজ, ফ্যান, কিচেন চিমনি, ইণ্ডাকশান ওভেন। এই সবই নিত্যদিন প্রয়োজনমতো ব্যবহার হচ্ছে। আর তারপরেও মাস শেষে বাঁকুড়া শহরের কাটজুড়িডাঙ্গার মনোজিৎ মণ্ডলের বিদ্যুৎ বিল 'শূণ্য'। কথাটা শুনতে অবাক লাগলেও এটাই সত্যি। আর অবাক করা সত্যির পিছনে রয়েছে অচিরাচরিত শক্তির সঠিক প্রয়োগ। কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধিতে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নতুন করে নির্দেশিকা! সবসময় একটু অন্যরকম ভাবতে ভালোবাসেন শহরের কাটজুড়িডাঙ্গার বাসিন্দা, পেশায় ব্যবসায়ী মনোজিৎ মণ্ডল। ইতিমধ্যে 'সৌরচালিত মডিফায়েড গাড়ি' তৈরী করে সংবাদ শিরোনামে থাকা মানুষটি নিজের ফ্ল্যাটের বিদ্যুৎ খরচাও একেবারে 'শূণ্যে' নামিয়ে এনেছেন। মনোজিৎ মণ্ডল জানিয়েছেন, ফ্ল্যাটের পাঁচ তলার ছাদে বসানো হয়েছে হয়েছে। সেই সোলার প্যানেল থেকে ডিসি কারেন্ট তারের মাধ্যমে ফ্ল্যাটের বেলকনিতে ব্যাটারী ও ইনভার্টারের মাধ্যমে তা এসি কারেন্টে রুপান্তরিত হচ্ছে। আর সেখান থেকেই প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ সরবরাহ হচ্ছে তাঁর ফ্ল্যাট জুড়ে। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে মনোজিৎ মণ্ডল বলেন, বছর পাঁচেক আগে এই ব্যবস্থাপনা তৈরি করতে তাঁর প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছিল। তারপর থেকে এখনো পর্যন্ত বিদ্যুৎ খাতে কোন খরচ নেই। একদিকে নেই লোডশেডিং থেকে লো ভোল্টেজের ঝক্কি, অন্যদিকে এই পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রতি বছর গড়ে প্রায় ৪০ হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিলের খরচ তাঁর বাঁচছে বলে জানা গেছে।

তদন্ত

বাংলা নিয়ে বিজেপির ভাবনা ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌঁড়ে নামবেন নরেন্দ্র মোদী

মোদী শুনতে চান বাংলায় দলের সাংসদদের মন কী বাত! সবাইকে দিল্লি নেওয়ার দায়িত্ব বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্তকে

কলকাতা ঃ সামনে পঞ্চায়েত নির্বাচন। তারপরেই রয়েছে লোকসভা ভোট। অন্যদিকে রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি সহ একাধিক বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই পরিস্থিতিতে রাজ্যের কথা সাংসদ মুখ থেকে শুনতে চাল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এব্যাপারে রাজ্যের সাংসদদের নিয়ে যেতে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সুকান্ত মজুমদারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের পরিস্থিতি নিজের কানে শুনতে চান রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। বিধানসভায় তৃণমূলের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও, নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগ ব্যাপক চাপে রাজ্যের শাসকদল। তবে এর মধ্যেও তদন্ত নিয়ে অভিযোগ রয়েছে। সেই পরিস্থিতিতে রাজ্যের রাজনৈতিক অবস্থা নিজের কানে শুনতে চান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সংগঠনের কথাও জানতে চাইতে পারেন দলের সাংসদরা যাচ্ছেন আর রাজ্যে দলের সংগঠনের অবস্থাটা কী তা প্রধানমন্ত্রী জানতে চাইবেন না, তা হতে পারে না। পঞ্চায়েত নির্বাচনের সামনে বিজেপি বুথস্তরে কতটা শক্তি বাড়াতে পেরেছে, তা জানতে চাইতেই পারেন বলে মনে করছেন, রাজ্য বিজেপির নেতারা। এছাড়াও রাজ্যে দলের কাজ নিয়েও খোঁজখবর করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। নির্দেশ দিলে পালন করব সাংসদদের নিয়ে দিল্লি যাত্রা প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার সংবাদ মাধ্যমকে বলেছেন, মোদীজি দলের অভিভাবক। তিনি যদি কোনও পরামর্শ সাংসদদের দেন, তা তাঁদের কাছে নির্দেশের মতোই হবে। তাঁরা সেই নির্দেশ পালন করবেন বলে জানিয়েছেন বালুরঘাটের সাংসদ। তবে তিনি কোন বিষয়ে কথা বলবেন, তা তাঁদের কাছে অজানা। কী বলতে পারেন মোদী এই ধরনের বৈঠক প্রধানমন্ত্রী মোদী আগেও করেছেন। বিভিন্ন রাজ্যের দলের সাংসদদের সঙ্গে তিনি বৈঠক করে থাকেন। এব্যাপারে অভিজ্ঞ সাংসদদের মত হল, প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের কর্তব্য নিয়ে কথা বলতে পারেন। নিজের এলাকায় সংগঠন বিস্তারে কীভাবে কাজ করতে হবে, কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন প্রকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে যেতে হবে, কীভাবে নেতাদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে, সেব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বলতে পারেন বলেই মনে করছেন একাধিক সাংসদ। এছাড়াও বাংলার কোন এলাকার চাহিদা কী, সেসম্পর্কেও খোঁজখবর নিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী। বাংলা নিয়ে বিজেপির ভাবনা ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দৌঁড়ে নামবেন নরেন্দ্র মোদী। সেই সঙ্গে বিজেপিও নামবে সারা দেশে টানা তৃতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় থাকার লক্ষ্যে। লক্ষ্য পূরণে বাংলার অবদান আগের বারের থেকেও ভাল হবে বলে দাবি বিজেপির। এব্যাপারে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ করেছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে বিভিন্ন লোকসভার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প নিয়েও প্রচারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তরফে।

গ্র্যান্ড কর্ড লাইনে তিন ঘণ্টা ধরে রেল চলাচল ব্যাহত

সন্দীপ মুখার্জী

কোডারমা। গ্র্যান্ড কর্ড লাইনে কোডারমা গোমো রেলওয়ে ব্লকে দুর্ঘটনার কারণে তিন ঘণ্টা রেল চলাচল ব্যাহত হয়। এই রেল সেকশনে, কোডারমা থেকে পণ্য বোঝাই করে একটি মালবাহী ট্রেন ধানবাদের দিকে যাচ্ছিল। এদিকে, রবিবার ভোর ৪টা নাগাদ লারাবাদ ব্লক হল্ট এবং হিরো ডিহ রেলওয়ে স্টেশনের মধ্যে সিরো গেটের কাছে, পণ্যবাহী ট্রেনে বোঝাই রেলপথটি পিছলে যেতে শুরু করে। রেললাইনে পণ্যবাহী ট্রেন আটকে পড়ায় প্রায় তিন ঘণ্টা ডাউন লাইনে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে বিঘ্নিত হয়। পরে ঘটনার খবর দেওয়া হয় ধানবাদ কন্ট্রোলকে। অন্যদিকে, ধানবাদ কন্ট্রোল থেকে ঘটনার খবর পেয়ে, আরপিএফ কোডারমা এবং রেলওয়ে বিভাগের কারিগরি কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে রেলপথটি কেটে ট্র্যাক থেকে সরিয়ে দেয়। এরপর ডাউন লাইন পরিষ্কার করে যান চলাচল স্বাভাবিক করা হয়। ঘটনার জেরে বেশ কয়েকটি ট্রেন আটকে রাখা হয়েছে।

শিক্ষার জন্য যোগ্য বীরহোর শিশুদের তালিকাভুক্তি

কোডারমা। আদিম উপজাতি বীরহোর সম্প্রদায়ের কিছু শিশু এখনও শিক্ষার মূল স্রোত থেকে অনেক দূরে। কোডারমা, গিরিডিহ, হাজারীবাগ এবং চাতরা জেলার অন্তর্গত বনের মাঝখানে বসবাসকারী আদিম উপজাতি বীরহোর সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা সচেতনতা প্রচার চালানো হচ্ছে। চলছে জনগণকে শিক্ষার গুরুত্ব বুঝিয়ে শিক্ষার মূলধারায় যুক্ত হওয়ার আহ্বান। মারকাচ্চো ব্লকের অন্তর্গত তেলিয়ামারান, বিরহর কলোনিতে শিক্ষা সচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে স্কুলে তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্য ৬ শিশুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তালিকাভুক্তির জন্য যোগ্য শিশুদের চিহ্নিত করে একটি তালিকাও তৈরি করা হয়েছে ।অনিয়মিত স্কুলে যাওয়া শিশুদের অভিভাবকদেরও তাদের সন্তানদের নিয়মিত স্কুলে পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হয়। জেলার অধীনে, বীরহর কলোনি, গুঝান্ডি, ঝর্ণাকুন্ড, লোকাই, খারপুকা, নলওয়া, তেলিয়ামারন এবং চিতারপুরে শিক্ষা সচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে তালিকাভুক্তির জন্য ৬৭ যোগ্য শিশুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আদর্শ ফাউন্ডেশনের সেক্রেটারি সুরেন্দ্র কুমার ত্রিপাঠী জানান, কোডারমা, গিরিডিহ, হাজারিবাগ এবং চাতরা জেলার অন্তর্গত বিরহর কলোনিতে এই অভিযান চালানো হচ্ছে।আশা করা হচ্ছে যে বিরহোর শিশুদের শিক্ষার মূল ধারায় নিয়ে আসা সম্ভব হবে।

ইন্ডিয়ান পিপলস কোঅপারেটিভ ফেডারেশনের জেলা সম্মেলনের সমাপ্তি : অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য করতে হবে তীব্র আন্দোলন : জৈনেন্দ্র তথাগত

কোডারমা। সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে রবিবার সংস্কৃতি ভবন চাঁদোয়ারায় ভারতীয় লোক সহকার মহাসঙ্ঘের পতাকাতলে একটি জেলা পর্যায়ের সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন চাঁদোয়ারার সমাজসেবক সঞ্জয় রঞ্জন। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইন্ডিয়ান পাবলিক কোঅপারেশন ফেডারেশনের প্রধান অতিথি ও ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজ ফেডারেশনের জাতীয় সভাপতি ভান্তে জৈনেন্দ্র কুমার তথাগত বলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নে বলশেভিক বিপ্লবের পর সংবিধানে পুঁজি ও শ্রমের দূরত্ব দূর করা হয়েছিল। .তিনি সমবায় কৃষি এবং সমবায় শিল্পের উপর জোর দিয়েছেন যাতে প্রত্যেকের সমান অংশীদারিত্ব থাকবে। এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাবাসাহেব আম্বেদকরও ভারতীয় সংবিধানে সমবায় আন্দোলন নিয়ে আলোচনা করেন। ফলে আজ ভারত সরকার একটি নতুন সমবায় মন্ত্রণালয় তৈরি করেছে। ঝাড়খণ্ডে এই সমবায় আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে এবং কৃষি, দুগ্ধ, পশুপালন, ঢীবরা (খনিজ অভ্র) শিল্পের ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে কাজ করার জন্য প্রতিটি স্তরে সমবায় সমিতি গঠন করতে হবে এবং সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ বিভাগে তফসিলি জাতি ও উপজাতি এবং মহিলাদের রাখতে হবে। যাতে এই সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন করা যায়। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিটুর রাজ্য সম্পাদক সঞ্জয় পাসওয়ান, কিষাণ সভার রাজ্য যুগ্ম সম্পাদক অসীম সরকার, পিপলস কোঅপারেটিভ ফেডারেশনের সুধাংশু শেখর (রাঁচি), রাজকুমার দাস এবং শম্ভু দাস (হাজারীবাগ), ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজ ফেডারেশন বিহারের সভাপতি ভান্তে ধম্ম। বোধি রবিদাস, মহাসভার সভাপতি বিনোদ রাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। শেষে সর্বসম্মতিক্রমে লোক সহকার মহাসঙ্ঘ ,কোডারমা জেলা কমিটি গঠন করা হয় যাতে সঞ্জয় কুমার রঞ্জন সভাপতি, ইন্দ্রদেব দাস, মহেন্দ্র রবিদাস ও কৃষ্ণ পাসওয়ান সহসভাপতি, পঙ্কজ কুমার সম্পাদক, প্রেম কুমার ও মমতা দেবী যুগ্ম সম্পাদক, দিলীপ কুমার কোষাধ্যক্ষ ও অনিল দাস, রাজেন্দ্র দাস ও কলাবতী দেবী কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বিনোদ রাম।

খড়িবাড়ি ব্লকে ২টি নতুন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের শিলান্যাস

শিলিগুড়ি ঃ বুধবার খড়িবাড়ি ব্লকে নতুন ২টি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শিলান্যাস করলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাদক্ষ কিশোরী মোহন সিংহ।শিলিগুড়ি মহকুমার খড়িবাড়ির মদনজোত ও সুবলভিটায় নতুন দুটি সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের কাজ শুরু হল।প্রায় ৩১লক্ষ টাকা ব্যয়ে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের ভবন করা হবে।এএনএম ও জিএনএম এবং আশাকর্মীরা সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকবেন।এনিয়ে খড়িবাড়ি ব্লকে মোট ১৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র হল।এই বিষয়ে খড়িবাড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সফিউল আলম মল্লিক জানান, ব্লকে ১১টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল। নতুন ৭টির নাম ঘোষণা হয়েছে। এর মধ্যে তিনটির কাজ চলছে আজ থেকে দুটির কাজ শুরু হল।

ফের ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায়

আলিপুরদুয়ার ঃ সকালে ঝলমলে রোদের দেখা মিললেও, দুপুর গড়াতেই ফের ঝোড়ো হওয়ার সঙ্গে তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায়।ফলে দিনের তাপমাত্রা এক লাফে অনেকটাই নেমে গিয়েছে।হাওয়া অফিস জানাচ্ছে যে, শুক্রবারের আগে ডুয়ার্সের আবহাওয়ার উন্নতির সম্ভাবনা নেই।শীতের বিদায়ের পরেও ফের তাপমাত্রা নেমে যাওয়ার দরুণ ফের শীতের আমেজে মজেছেন ডুয়ার্সের বাসিন্দারা। বুধবার দুপুর থেকে ডুয়ার্সের কালচিনি, হাসিমারা, হ্যামিল্টণগঞ্জ, দলসিংপাড়া, জয়ঁগা সহ বিভিন্ন এলাকায় মুষলধারে বৃষ্টি নেমে আসে।মানুষজন একপ্রকার গৃহবন্দী। আগামী তিনদিন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার জেলাতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গ জুড়ে শনিবার পর্যন্ত হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

ফুলবাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে যাত্রীবাসী বাস, আহত বেশকয়েকজন যাত্রী

শিলিগুড়ি ঃ ফুলবাড়িতে দুর্ঘটনার কবলে পড়লো একটি যাত্রীবাহী বাস,আহত বেশকয়েকজন যাত্রী। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়কের ফুলবাড়ি জিয়াগঞ্জ এলাকায়।জানা গিয়েছে, একটি যাত্রীবাসী বেসরকারি বাস শিলিগুড়ি থেকে কোচবিহারের দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় জিয়াগঞ্জ এলাকায় নিয়ন্ত্রন হারিয়ে সামনে থাকা একটি কন্টেনারে ধাক্কা মারে বাসটি।এরফলে বাসে থাকা বেশকয়েকজন যাত্রী আহত হন।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ফুলবাড়ি হাইওয়ে ট্রাফিক গার্ড ও এনজেপি থানার পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয়দের সহযোগীতায় আহতদের উদ্ধার করে ফুলবাড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হয়।দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসটিকে উদ্ধার করে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগারসহ ২ যুবক গ্রেফতার

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির ঠাকুরনগর এলাকায় ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে এসে গ্রেপ্তার হল দুই যুবক। ঘটনায় উদ্ধার করা হয়েছে প্রায় ৫৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার। উদ্ধার হওয়া এই ব্রাউন সুগারের আনুমানিক বাজার মূল্য প্রায় ৯ লক্ষ টাকা । ধৃত দুজন হল বিশাল মুখিয়া ও মিকি পাসওয়ান। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে,ধৃত দুজনের বাড়ি সালুগাড়া এলাকায়। বুধবার দুপুরে তারা একটি চারচাকা গাড়ি করে ঠাকুরনগরে এসেছিল ওই ব্রাউন সুগার বিক্রি করতে। কিন্তু শিলিগুড়ি নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের কাছে আগাম খবর থাকায় ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে গাড়িটিকে দাঁড় করিয়ে তাতে তল্লাশি চালালে দুটি প্যাকেট থেকে উদ্ধার হয় এই ব্রাউন সুগার। জানা গিয়েছে একটি প্যাকেটে ৩০৮ গ্রাম ও অপর একটি প্যাকেটে ২৮২ গ্রাম ব্রাউন সুগার ছিল। ধৃতদের এই চক্রে বড় কোন মাথা রয়েছে কিনা তা তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

মাটি খোঁড়ার সময় বেরিয়ে আসল প্রাচীন পাথর

মালদহ ঃ ভবন নির্মাণের জন্য মালদহ আদালত চত্বরে চলছিল খনন কাজ। মাটি খোঁড়ার সময় বেরিয়ে আসল প্রাচীন পাথর। প্রায় ত্রিভুজ আকৃতির একটি পাথর, চারিদিকে নকশা কাটা, মাথার উপর ছোট গর্ত। আদালত চত্বরে এমন পাথর উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। প্রথমে দেখে অনেকেই ভেবেছিলেন এই পাথর পতাকা উত্তোলনের জন্য ব্যবহার করা হতো হয়তো। কারণ বর্তমান মালদহ জেলা আদালত চত্বর এক সময় নীলকর সাহেবদের নীলকুঠি ও অফিস ছিল। আবার অনেকের ধারণা এই পুরনো পাথরটি শিবলিঙ্গ। বিভিন্ন মানুষ নানান মতামত দিচ্ছেন। যদিও জেলার ইতিহাসবিদা পাথরটি দেখে অনুমান করছেন, এটি পাল সেন আমলের ইতিহাস। এই পাথরটি আসলে ভোটিভ স্তূপ। বৌদ্ধ ধর্মের নিদর্শন। মালদহের জগজীবন পুর গ্রামে বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার হয়েছে। তাই থেকে প্রমাণিত মালদহে বৌদ্ধদের অবস্থান ছিল। তাই ভোটিভ স্তূপ উদ্ধার হওয়াও স্বাভাবিক। তবে ইংরেজবাজার চত্বরে এই স্তূপ উদ্ধার কিছুটা অবাক করছে জেলার ইতিহাসবিদের। কারণ এর আগে এই এলাকায় বৌদ্ধদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি।তবে মালদহে এই ধরনের ইতিহাস আবিষ্কার স্বাভাবিক। কারণ এখানে বৌদ্ধবিহার আবিষ্কার হয়েছে। আদালত চত্বরে উদ্ধার এই ইতিহাসের সংরক্ষণের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

মায়ের ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত বলে ঘোষণা করা হল বাবার

জলপাইগুড়ি ঃ মৃত্যু ঘটেছে মায়ের। অথচ হাসপাতাল থেকে দেওয়া ডেথ সার্টিফিকেটে মৃত বলে ঘোষণা করা হল বাবার নামও। মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে। ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে গেছে গোটা হাসপাতাল চত্বরে। বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন মৃতের আত্মীয়রা। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে চরম গাফিলতির অভিযোগ করেন তারা। মৃতার ছেলে রাকেশ ওরাওঁ বলেন, আমরা ভান্ডিগুড়ি চাবাগানের বাসিন্দা। গত ১০ মার্চ মা রুপনি ওরাওঁকে অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। ১৪ তারিখ হাসপাতালেই মায়ের মৃত্যু হয়। অথচ ডেথ সার্টিফিকেটে বাবাকেও মৃত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হলে তারা এখন আদালতে যেতে বলছেন। অথচ আমার বাবা গোপাল ওরাওঁ জীবিত অবস্থায় বাড়িতেই রয়েছেন। যদিও এই ঘটনা নিয়ে হইচই শুরু হতেই নড়েচড়ে বসে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। হাসপাতালের এমএসভিপি কল্যাণ খাঁ পরবর্তীতে জানান, ডেথ সার্টিফিকেটে হয়তো কোনও ভুল ত্রুটি হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে সার্টিফিকেট সংশোধন করে দেওয়া হবে।

ঘরে ফিরলেন বিশ্বকাপ জয়ী ভারতীয় মহিলা দলের ক্রিকেটার রিচা ঘোষ

শিলিগুড়ি ঃ ছ'মাস পর আজ, বুধবার শিলিগুড়ি শহরের কৃতী ক্রিকেট কন্যা রিচা ঘোষ ঘরে ফিরছেন। অনূর্ধ্ব১৯ টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপ ক্রিকেটের রানার্স আপ ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য রিচা দেশে ফিরেই মহিলাদের প্রথম আইপিএলে বেঙ্গালুরু আরসি'র হয়ে গা ঘামান।ব্যস্ত ক্রিকেট সফরের জন্য ছ'মাস বাড়িতে আসা হয়নি রিচার। বিশ্বজয়ের পর বুধবারই প্রথম শহরে আসছেন। বাড়িতে শেষ এসেছিলেন গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে। অবশেষে বুধবার শিলিগুড়িতে ফিরলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন রিচা। এদিন সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন ভারতীয় দলের এই উইকেটকিপার ব্যাটসম্যান। সেখান থেকে হুট খোলা গাড়িতে চেপে শিলিগুড়ির হাতিমোড়ে নিজের বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন রিচা। তাঁকে ঘিরে উচ্ছ্বাসে ভাসছে শিলিগুড়িবাসী। এদিন বাগডোগরা বিমানবন্দরে তাকে সংবর্ধনা জানান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব এবং ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার।

রামনবমীর প্রাক্কালে শুরু হল রামকথা পাঠের আয়োজন

মালদা ঃ রামনবমীর প্রাক্কালে শুরু হল রামকথা পাঠের আয়োজন। রামনবমীর দিন পর্যন্ত অর্থাৎ নয় দিন ধরে এই রামকথা চলবে। বুধবার সকালে ঘটা করে কলস যাত্রার মাধ্যমেই এই রাম কথার আয়োজন করা হয়। মালদার বালুচর মহাবীর মন্দির কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে এদিন সকালে ওই মন্দির থেকে অসংখ্য মহিলা ভক্তরা মাথায় কলসি নিয়ে এই শোভাযাত্রায় শামিল হন। গোটা শহরে শোভাযাত্রা পরিক্রমা করে। মহাবীর মন্দির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, রামনবমী উপলক্ষে আগামী নয় দিন ধরে রামকথা পাঠ করা হবে ।

বনধের সমর্থনে স্কুলে গড় হাজির থাকা শিক্ষকদের শোকজ, মিস্টিমুখ করিয়ে প্রতিবাদ বাম শিক্ষক সংগঠনের

উত্তর দিনাজপুর ঃ বনধের সমর্থনে স্কুলে গড় হাজির থাকা শিক্ষকদের শোকজ করলো প্রশাসন, মিস্টিমুখ করিয়ে প্রতিবাদ বাম শিক্ষক সংগঠনের। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনা বুধবার উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে।প্রতিবাদী শিক্ষকদের দাবী,১০ই মার্চ ডিএর দাবীতে আন্দোলনে সামিল হয়ে স্কুলে যাননি এমন শিক্ষকদের তালিকা দেখে শোকজ করা শুরু করে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। আর বুধবার শোকজ করা সেই চিঠি হাতে নিয়ে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের দপ্তরের সামনে নিজেদের মধ্যে লাড্ডু, মিষ্টি বিতরন করেন শিক্ষকেরা।এই শোকজ তারা সাদরে গ্রহন করলেন বলে কটাক্ষও করেন তারা। এদিন বাম শিক্ষক সংগঠনের সদস্য রঘুপতি মুখার্জী বলেন আজ ইসলামপুর সদর ব্লকে প্রায় পঞ্চাশের অধিক শিক্ষক এই ধর্মঘটে অংশগ্রহণ করেছে এবং আগামীতে আরও শিক্ষক এই ধর্মঘটে সামিল হবে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০২৩-২৪আর্থিক বর্ষের বাজেট পেশ করলেন মেয়র

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৬৯ তম ধারা অনুসারে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ২০২৩-২৪আর্থিক বর্ষের বাজেট পেশ করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বুধবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রধান কার্যালয়ে এই বাজেট পেশ করেন তিনি। জানা গিয়েছে, ২০২৩-২৪ সালের আর্থিক বর্ষের ৫৯১ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকার বাজেট এবং ২০২২-২৩ সালের ২৩৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকার সংশোধিত বাজেট এদিন পেশ করা হয়। মেয়র জানান গত বছরের মে মাস থেকে এই বছরের জানুয়ারি মাস পর্যন্ত ১২৪ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা মূল্যের ৬৭০ টি প্রকল্প নিয়েছে পুরনিগম। এই বাজেটের মধ্যে মহানন্দা নদী সংস্কার ও বিভিন্ন পরিকাঠামো গত উন্নয়নের কাজ করা হবে বলে মেয়র জানান।সকল নির্বাচিত কাউন্সিলর,চেয়ারম্যান ও বোর্ড মেম্বারদের উপস্থিতিতে এই বাজেট পেশ করেন গৌতম দেব।

মেলায় ঘুরতে এসে দুস্কৃতীদের দ্বারা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম দশম শ্রেনীর ছাত্র

কোচবিহার ঃ তুফানগঞ্জে দোলমেলায় ঘুরতে এসে দুস্কৃতীদের দ্বারা ধারালো অস্ত্রের আঘাতে গুরুতর জখম দশম শ্রেনীর ছাত্র।বর্তমানে চিকিৎসাধীন তুফান গঞ্জ হাসপাতালে। আহত ছাত্রের নাম বাপ্পা বর্মন। এ বিষয়ে তার দাদা জানান তাদের বাড়ি বারোকোদালী ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের ধনমতিয়া এলাকায় এবং তার ভাই এবার বিবেকানন্দ বিদ্যালয় থেকে দশম শ্রেনীর পরীক্ষা দিয়েছিল।পরীক্ষা শেষ হওয়ায় মঙ্গল বার রাতে বন্ধুদের সাথে তুফানগঞ্জ দোলমেলায় আসে। সেই সময় কয়েকজন যুবক তাকে আচমকাই আক্রমন করে এবং মেলার পিছনে টেনে নিয়ে গিয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার পিঠে আঘাত করে।বাড়ির লোকজন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে গভীর রাতে তাকে ভর্তি করে হাসপতালে। তবে কি কারনে তার উপর আক্রমণ সে বিষয়ে পরিষ্কার কিছু জানা সম্ভব হয়নি। এ বিষয়ে তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন বাড়ির লোকজন।

সড়ক দুর্ঘটনায় সদ্য বিবাহিত গৃহবধু সহ গাড়ি চালকের মৃত্যু

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি বেরুবাড়ী সিপাহী পাড়া এলাকার আত্মীয়র বাড়ি থেকে ফেরার পথে গাছের সাথে অল্টো গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল চালক ও সদ্য বিবাহিত গৃহবধুর। বুধবার এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জলপাইগুড়ি শহরের পূর্ব সেনপাড়া পুরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় জানা গেছে। জলপাইগুড়ি শহরের পূর্ব সেনপাড়ার বাসিন্দা মিঠু শিকদার অল্টো গাড়ি করে জলপাইগুড়ি বেরুবাড়ি এলাকায় একজন আত্মীয়র বাড়িতে যান। মঙ্গলবার গভীর রাতে আত্মীয়র বাড়ি থেকে ফেরার পথে জলপাইগুড়ির রাখালদেবী এলাকায় একটি গাছের সাথে অল্টোর ধাক্কা মারে। ঘটনার খবর শুনে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং আহতদের উদ্ধার করার চেষ্টা করে কিন্তু গাড়িতে থাকা চালক অমৃত মল্লিক ও সদ্য বিবাহিত মিঠু শিকদারের স্ত্রী ঘটনাস্থলে মাটি সিকদার মারা যায়। অপর দিকে আরেকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যে ছড়িয়েছে।এইদিন সকালেই ঐ দুইজনের বাড়িতে সব ধরনের সহযোগিতা করার আশ্বাস দিয়েছেন জলপাইগুড়ি পুরসভার কাউন্সিলর স্বরূপ মন্ডল।

পুরসভার ১বছর পূর্তি উপলক্ষে উপভোক্তাদের হাতে প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার চিঠি তুলে দিলেন চেয়ারম্যান

উত্তর দিনাজপুর ঃ ইসলামপুর পুরসভার বর্তমান বোর্ডের ১বছর পূর্তি উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ইসলামপুর পুরসভার হল ঘরে একটি অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে বিগত বছর গুলিতে যেসমস্ত উপভোক্তা নানান কারনে বাংলার বাড়ি প্রকল্পে গৃহ নির্মানের টাকা পায়নি এমন ২৬ জন উপভোক্তাদের হাতে প্রথম কিস্তির টাকা পাওয়ার চিঠি তুলে দিলের পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল সহ অন্যন্য কাউন্সিলারেরা। পুরসভা সূত্রে জানগেছে, মোট ৫১ জন উপভোক্তা প্রথম কিস্তির টাকা পাচ্ছে। এরমধ্যে অনুষ্ঠানে মোট ২৬ জন উপস্থিত হয়েছিল তাই তাদের হাতে এদিন চিঠি তুলে দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি আগামী দিনে শহরের সৌন্দর্যায়নের জন্য একাধিক পরিকল্পনার কথাও তিনি জানান আজ।এদিন কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান ইসলামপুর শহরের উন্নয়নে সকলের সহযোগিতা দরকার, আমরা সকলে মিলেমিশে এই শহরকে সাজিয়ে তুলবো।

গোরু চড়াতে গিয়ে চিতাবাঘের হামলায় জখম যুবক

নাগরাকাটা ঃ সাতসকালে গোরু চড়াতে গিয়ে চিতাবাঘের হামলায় জখম হলেন এক যুবক। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে বামনডাঙ্গা চা বাগানের ১৮ নম্বর লাইন লাগোয়া মডেল ভিলেজের সামনে। সেখানে আগে থেকেই ডেরা বেঁধে থাকা একটি চিতাবাঘ ওই ব্যক্তির ওপর অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। হামলায় জখম হন বছর ৩৬-এর ফাগু মুন্ডা। তাঁর মাথায় থাবা বসিয়ে দেয় বুনোটি। ঘটনার পরই স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে সুলকাপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। বর্তমানে তিনি সেখানেই চিকিৎসাধীন। এর আগেও ডায়না ও গরুমারার জঙ্গল ঘেরা ওই বাগানটিতে চিতাবাঘের হামলায় জখম হওয়ার বহু ঘটনা ঘটে।

আগ্নেয়াস্ত্র ও ব্রাউন সুগারসহ আটক ২

উত্তর দিনাজপুর ঃ দুস্কৃতীদের জন্য ত্রাস হয়ে উঠছে ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। কালো কারবারীদের বিরুদ্ধে নিশ্ছিদ্র বেষ্টনী তৈরি করে রেখেছে ইসলামপুর পুলিশ জেলা। আর সেই জালে পুড়তে চলেছে একের পর এক অপরাধ জগতের দুস্কৃতী। গতকাল রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আগ্নেয়াস্ত্র ও ব্রাউন সুগার সহ দুই দুস্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল ডালখোলা থানার পুলিশ। ডালখোলা থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে গতকাল মঙ্গলবার রাতে ওসি বিশ্বনাথ মিত্রের নেতৃত্বাধীন পুলিশের একটি টিম বুড়ি মহানন্দা সেতুর দক্ষিণ পাশে বিধানপল্লী ডালখোলা বাইপাস রোডে অভিযান চালায়। ব্রাউন সুগার থাকার সন্দেহে দুই ব্যক্তিকে আটক করে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে করনদিঘির বিডিও নীতিশ তামাং ও মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সৌম্যনন্দ সরকার উপস্থিত হয়। ধৃতদের কাছে তল্লাশি চালিয়ে ৬টি প্যাকেটে মোট ৫৩০ গ্রাম ওজনের ব্রাউন সুগার উদ্ধার করা হয়। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৬০ লক্ষাধিক টাকা। পাশাপাশি বিধানপল্লীর বাসিন্দা অজয় সাহানীর কাছ থেকে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও প্রদীপ সাহার কাছ থেকে একটি পাইপগান ও দুটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। ধৃতদের ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে রায়গঞ্জ আদালতে পাঠানো হলে ৯ দিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেছে রায়গঞ্জ আদালত।

আনন্দ চন্দ্র কলেজে ছাত্র সংগঠনের মধ্যে সংঘর্ষ, আহত বেশ কিছু AIDSO কর্মী

জলপাইগুড়ি ঃ জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজে ছাত্র সংঘর্ষ। TMCP কর্মীদের হাতে বেধড়ক মার খেলো AIDSO কর্মীরা। ভাইরাল হোলো ভিডিও। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য জলপাইগুড়িতে।অভিযোগ AIDSO জেলা সম্মেলন উপলক্ষে বুধবার বেলার দিকে কলেজের গেটে হ্যান্ডবিল বিতরনের মাধ্যমে প্রচার চালাচ্ছিলেন AIDSO কর্মীরা। দেখতে পেয়ে তাদের বাধা দেয় তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মীরা। শুরু হয় বাদানুবাদ। বাদানুবাদ গড়ায় হাতাহাতিতে। আর এতেই যখম হয় কয়েকজন AIDSO কর্মী। এদের জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। অপরদিকে তৃনমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে তাদের এক ছাত্রী কলেজে ঢোকার সময় তাকে জোর করে দাঁড় করিয়ে প্রচার করছিলো AIDSO এর কর্মীরা। ছাত্রী বলে তার ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু সেই কথায় কর্নপাত না করে তাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে শুরু হয় বাদানুবাদ। যদিও AIDSO এর পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ঘটনা তীব্র ভাষায় কটাক্ষ করেন। পাশাপাশি AIDSO এর পক্ষ থেকে থানার দারস্থ হতপ চলেছেন বলে জানান, AIDSO এর জলপাইগুড়ি শহর কমিটির সভাপতি কুনাল রায়। এরই পাশাপাশি এধরনের ঘটনায় তীব্র নিন্দা করেন এসএফআই এর জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদকমন্ডলী সদস্য পাপাই মহম্মদ।যদিও খবর লেখা পর্যন্ত থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি।

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

পিসি ভাইপোর গুডবুকে থাকতেই স্বর্গীয় বাবাকে চোর বলছেন উদয়ন! তাপস রায়ের মন্তব্যকে চ্যালেঞ্জ শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা ঃ রাজ্যে চুরি দুর্নীতি ছাড়া আর অন্য কিছু করেনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এদিন নন্দীগ্রামে দলীয় কর্মসূচিতে গিয়ে এমনটাই মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বর্তমান মন্ত্রী উদয়ন গুহ যেভাবে নিজের বাবা স্বর্গীয় কমল গুহর দুর্নীতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগ করেছেন, তারও তীব্র সমালোচনা করেছেন।

রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ নিজের বাবা স্বর্গীয় কমল গুহকেই দুর্নীতিগ্রস্ত বলেছেন। এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, এরা কোন লেভেলে গিয়েছে ভাবা যায় না। বিধানসভায় তৃণমূলের কেউ যদি তাঁর বাবাকে (শিশির অধিকারী) নিয়ে ব্যাঙ্গাত্মক কথা বলে, তিনি তাঁর প্রতিবাদ করেন।

উদয়ন গুহ পিসি ভাইপোর কাছে ভাল হওয়ার জন্য, গুড বুকে থাকার জন্য তিনি নিজের বাবাকে চোর লম্পট বলে স্বীকার করছেন। তিনি বলেন, এই লজ্জা রাখার কোনও জায়গা নেই। বিরোধী দলনেতা বলেছেন, যিনি পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন, যিনি স্বর্গত, সাফাই দিতে পারবেন না, তাঁকে নিয়েই কথা বলা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন কালচার পশ্চিমবঙ্গের মানুষ দেখতে পেলো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায় বলেছেন, বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রস্তাব আনা হয়েছিল। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমা করে দেওয়ায় সেই প্রস্তাব পাশ হয়নি। সেই প্রস্তাব পাশ হলে শুভেন্দু অধিকারীর অবস্থাও রাহুল গান্ধীর মতো হতো। এব্যাপারে প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে বিরোধী দলনেতা চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, ক্ষমতা থাকলে করে দেখান। শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন জুডিশিয়ারি এখন জীবিত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, তাঁকে (শুভেন্দু) সাসপেন্ড করা হয়েছিল। কিন্তু তা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়েছিল হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, বেআইনি কাজ করায় ভুগতে হচ্ছে, আগামী দিনেও হবে।

বিরোধী দলনেতা এদিন বলেন ভাইপোর সময়ে রাজনীতি নোংরার আমদানি হয়েছে। শহিদ মিনার চত্বরে ডিএর দাবিতে অবস্থান সত্ত্বেও সেখানে তৃণমূলের কর্মসূচি নেওয়া প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বলেন, কাঁথিতে যে বাড়িতে তাঁর বৃদ্ধ বাবামা থাকেন সেই বাড়ির আশপাশে গত দুবছর ধরে ধরে বছরের বিভিন্ন সময় কর্মসূচি নিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। আগে কোনও সময় এই ধরনের ঘটনার মুখে পড়তে হয়নি, বলেছেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা এদিনও কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম পরিবর্তন নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেছেন। তিনি বলেছেন, প্রকল্পের ৬০ শতাংশ টাকা দিচ্ছে ভারত সরকার। তিনি অভিযোগ করেন, তৃণমূল সরকার ২১-২২ সালে প্রকল্পের টাকা খরচ করতে পারেনি। সেই কারণে মিথ্যা বলে ক্রেডিট নেওয়ার দরকার কী প্রশ্ন করেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চোখের আলো প্রকল্প নিয়ে তিনি এই মন্তব্য করেন। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের নাম ন্যাশনাল প্রোগ্রাম ফর কন্ট্রোল অফ ব্লাইন্ডনেস অ্যান্ড ভিসুয়াল ইমপেয়ারমেন্ট। এব্যাপারে কেন্দ্রের প্রকল্পের ওপরে ফের একবার স্টিকার লাগানোর অভিযোগ তিনি করেছেন।

শুভেন্দুর বিধায়ক পদও খারিজ হয়ে যেত রাহুলের মতো! তাপস রায়ের মন্তব্যে জল্পনা

কলকাতা ঃ রাহুল গান্ধীর মতো শুভেন্দু অধিকারীরও বিধানসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যেত। এমনই আশঙ্কার কথা শোনালেন তৃণমূল বিধায়ক তাপস রায়। তাঁর কথায়, শুভেন্দু অধিকারী বিধায়ক রয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি বাধা হয়ে না দাঁড়াতেন শুভেন্দু অধিকারী আজ বিধায়ক থাকতেন না। শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত তাপস রায়ের খড়দহ বিধানসভার অন্তর্গত তৃণমূল কংগ্রেসকর্মীদের নিয়ে কর্মিসভার আযোজন করা হয়েছিল রবীন্দ্র ভবনে। সেই কর্মিসভায় শুভেন্দু অধিকারীকে একহাত নিয়ে তাপস রায় বলেন, কদিন আগে বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে প্রিভিলেজ আনতে চেয়েছিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পিকারকে বলেন ক্ষমা করে দিতে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেছিলেন, প্রিভিলেজ আনতে হবে না। কিন্তু ওই প্রিভিলেজ যদি ঠিকমতো আনতে পারতাম বা মুখ্যমন্ত্রী আনতে দিতেন, তাহলে শুভেন্দু অধিকারী তাঁর বিধানসভার সদস্যপদ রাখতে পারতেন না। রাহুল গান্ধীর মতো শুভেন্দুরও বিধানসভার সদস্যপদ খারিজ হয়ে যেত। মমতার ক্ষমাশীলতার জন্যই শুভেন্দু আজও বিধায়ক তাপস রায় এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর ফারাকও বুঝিয়ে দেন। তিনি বলেন, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী জানেন সহবত দেখাতে। তাঁর ক্ষমাশীলতার জন্যই শুভেন্দু অধিকারী আজও বিধায়ক রয়েছেন, বিরোধী দলনেতা রয়েছেন। কিন্তু কেন্দ্রের সরকার বা আমাদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সেই সহবত জানেন না। তাই রাহুল গান্ধীর সদস্যপদ খারিজ করে দিয়েছে কেন্দ্রে জর সরকার। রাহুল প্রসঙ্গে বিজেপিকে কাঠগড়ায় তোলেন তাপস এদিন শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে তিনি তৃণমূলের মহত্ব বুঝিয়ে দেন। আর রাহুল গান্ধীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বুঝিয়ে দেন বিজেপির প্রতিহিংসা পরায়নতা। শুভেন্দুর সমালোচনার পাশাপাশি বিজেপিকেও তিনি কাঠগড়ায় তোলেন। একইসঙ্গে তৃণমূলের ভুলও ধরিয়ে দিলেন বিধায়ক তাপস রায়। তৃণমূলের ভুল হল দরজা সঠিক সময়ে বন্ধ করতে পারেনি রবিবার খড়দহের রবীন্দ্র ভবনে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মিসভার বিস্ফোরক মন্তব্য করেন তিনি। অন্য দলের বদমায়েশগুলো তৃণমূলে ঢুকেই সমস্যা করে দিয়েছেন বলে তাঁর মত। আর তৃণমূলের ভুল হল দলের দরজা তারা সঠিক সময়ে বন্ধ করতে পারেনি। পারলে এমন সঙ্কট আসত না। তৃণমূলের যে ভুলের খেসারত এখন দিতে হচ্ছে তাপস রায়ের কথায়, অন্য দলের বদমায়েশগুলো নিজের মাটি শক্ত করার জন্য আমাদের দলে ঢুকে পড়েছে। অন্য দল থেকে আমাদের দলে ঢুকে পড়া আমরা আটকাতে পারিনি। এটাই আমাদের বড় ভুল। সেই ভুলের খেসারত যে এখন দিতে হচ্ছে, তাও স্পস্ট করে দেন বিধায়ক তাপস রায়। নিজের পায়ের মাটি শক্ত করার জন্য শাসক দলে পঞ্চায়েত নির্বাচনে আগে দলত্যাগী নেতানেত্রীদের নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে তিনি বলেন, নিজের পায়ের মাটি শক্ত করার জন্য অন্য দলের বদমায়েশগুলো আমাদের দলে ঢুকে পড়েছে। অন্য দল থেকে আসা নেতানেত্রীরা চায় সরকারি দলের সঙ্গে থাকতে। আর এখন কাজ সিদ্ধ করার জন্য তারা খুঁজেও পেয়ে যায় আমাদের কাউকে কাউকে। দম্ভ অহংকার ছেড়ে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন তাপস রায় ভুল স্বীকার করে বলেন, ভুল ত্রুটি কি আমাদের নেই। আমাদেরও আছে ভুলত্রুটি। সেগুলো সবাই শুধরে নেবেন। দম্ভ অহংকার ছাড়ুন। দম্ভ অহংকার ছেড়ে আপনারা জনপ্রতিনিধিরা মানুষের কাছে যান। মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এই জন্যই আপনাদের দল ক্ষমতা দিয়েছে।

খালিস্তানি চরমপন্থার বিরুদ্ধে একজোট প্রবাসী ভারতীয়রা, সান ফ্রান্সিসকোর দূতাবাসে বিক্ষোভ

ক্যালিফোর্নিয়া ঃ খলিস্তানি চরমপন্থার বিরুদ্ধে একত্রিত হলেন ক্যালিফোর্নিয়ার প্রবাসী ভারতীয়রা। সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। গত ২৪ মার্চ খলিস্তানি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের ঐক্য গড়ে তোলার ডাক দেন তাঁরা। সান ফ্রান্সিসকোর কনস্যুলেট কম্পাউন্ডে সমবেত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন প্রবাসী ভারতীয়রা।

আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী ভারতীয় জড়ো হয়েছিল। এই ভারতীয়আমেরিকান সম্প্রদায়ের সদস্যরা একটি শান্তি সমাবেশ গড়ে তোলেন। সপ্তাহের শুরুতেই খলিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলি দ্বারা ভাঙচুর করা হয়েছিল। তার প্রতিবাদে স্যাক্রামেন্টো তেলেগু অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরা শামিল হয়েছিল এই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মিছিলে।

শুধু স্যাক্রামেন্টো তেলেগু অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিরাই নন, ভারতের সঙ্গে সংহতি প্রদর্শনের জন্য বহু প্রবাসী ভারতীয় ও ভারতীয়আমেরিকান কমিউনিটির সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন তেরঙ্গা হাতে। খলিস্তানপন্থী গোষ্ঠীগুলির দ্বারা যে হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটেছিল, তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মার্কিন সরকারকে অনুরোধ করা হয়।

গত ১৯ মার্চ ক্যালিফোর্নিয়ার সান ফ্রান্সিকোতে ভারতীয় দূতাবাসে ভাঙচুর চালানো হয়। খালিস্তানপন্থী বিক্ষোভকারীদের এই ভাঙচুরের পর শুক্রবার প্রবাসী ভারতীয়রা ভারতীয় কনস্যুলেট ভবনের বাইরে জড়ো হয়েছিলেন। এই হিংসাশ্রয়ী ঘটনার বিরুদ্ধে সংহতি জানিয়ে তেরঙ্গা পতাকা উত্তোলন করেছিলেন।

আমেরিকার ভারতীয় দূতাবাসের সামনে বন্দে মাতরম, ভারাত মাতা কি জয় ধ্বনি তুলেছিলেন তাঁরা। দেশাত্মবোধক গান বাজানো হয়। শুক্রবার বিকেল তিনেট নাগাদ যখন খলস্তানবিরোধী প্রতিবাদে গর্জে উঠেছে স্যাক্রামেন্টো তেলেগু অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও প্রবাসী ভারতীয়রা, তখন খলিস্তানপন্থী সমর্থকরা বিচ্ছিন্নতাবাদী স্লোগান দিতে থাকে। ভারত বিরোধী স্লোগান দেয়।

স্যাক্রামেন্টো তেলেগু অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধি ও প্রবাসী ভারতীয়রা ঢোল বাজিয়ে স্লোগান তুলে, দেশাত্মবোধক গানে গানে খলিস্তানপন্থীদের শোরগোল থামিয়ে দেন। বন্দে মাতরম, ভারত মাতা জয় স্লোগানে মুখরিত হয়ে খলিস্তানপন্থীদের বিচ্ছিন্নতাবাদগী স্লোগানকে চাপা দিয়ে দেন। ভারতীয় সমর্থকরা প্রায় দুই ঘণ্টার দীর্ঘ বিক্ষোভ ও শব্দযুদ্ধে খালিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ওপরে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থন হন।

রবিবার হিংসাশ্রয়ী ঘটনা ঘটেছিল। তারপর সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এদিনের শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের মঞ্চ যাতে উত্তপ্ত না হয়, ফের যাতে হিংসার ঘটনা না ঘটে তার জন্য স্থানীয় পুলিশ ব্যাপকভাবে মোতায়েন করা হয়। প্রবাসী তেলেগু সম্প্রদায়ের মানুষজন খালিস্তান বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সরব হন। কনস্যুলেট অফিস ভাঙচুরের প্রতিবাদে শান্তি সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। অনেক ভারতপন্থী মুসলিম, শিখ এবং অন্যান্য প্রবাসীরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।

৬৪৮টি উপগ্রহের প্রথম নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পূর্ণ, বিশ্বব্যাপী ব্রডব্যান্ড সংযোগে ইতিহাস ইসরোর

কলকাতা ঃ পৃথিবীর চারপাশে ৬৪৮টি উপগ্রহের প্রথম নক্ষত্রপুঞ্জ গঠন সম্পূর্ণ হতে চলেছে। পৃথিবীর লোয়ার অরবিটে বা নিম্ন কক্ষপথে ওয়ানওয়েব নক্ষত্র স্থাপনার মাধ্যমে গ্রহের চারপাশে উপগ্রহের একটি নেটওয়ার্ক তৈরি হবে। এই উপগ্রহের নেটওয়ার্কের লক্ষ্য সারা বিশ্বে ব্রডব্যান্ড সংযোগ প্রদান করা। ওয়ানওয়েবের ৫৮২টি উপগ্রহ কক্ষপথে সেই লক্ষ্য নিয়েই ২৬ মার্চ ৩৬টি স্যাটেলাইট নিয়ে ওলওমভি থ্রি রকেটের সফল উৎক্ষেপণ হল। সেই সঙ্গে সঙ্গে ওয়ানওয়েব সংস্থাটি তার জেন ওয়ান নক্ষত্রমণ্ডলের বিশ্বব্যাপী পদচিহ্ন সম্পূর্ণ করতে চলেছে বলে জানিয়ে দিল ইসরো। পৃথিবীর কক্ষপথে এখন ওয়ানওয়েবের ৫৮২টি উপগ্রহ রয়েছে। ২৬ মার্চ সফল উৎক্ষেপণের পর সেই সংখ্যা ৬১৮য় পৌঁছে যাবে। বিশ্বব্যাপী ব্রডব্যান্ড কভারেজে ওয়ানওয়েব ওই ওয়ানওয়েব জেন ওয়ান নক্ষত্রমণ্ডল সম্পূর্ণ করার মাধ্যমে ভারতসহ বিশ্বব্যাপী ব্রডব্যান্ড কভারেজ প্রদানের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নেবে। রবিবার ইসরোর এই রকেট লঞ্চটি ওয়ানওয়েবের ১৮তম লঞ্চ হল। ৩৬টি উপগ্রহের প্রথম ব্যাচ ২০২২-এর ২৩ অক্টোবর অন্ধপ্রদেশের শ্রীহরিকোটা থেকে উৎক্ষেপণ করেছিল। ইসরোর মাধ্যমে দ্বিতীয় ব্যাচ উৎক্ষেপণ করল ২৬ মার্চ। নক্ষত্রমণ্ডলে ৬৪৮টি পৃথক উপগ্রহ রয়েছে ইসরো প্রেরিত মোট ৭২টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণের জন্য দুই ধাপে হাজার কোটি টাকার চুক্তি সাক্ষর করা হয়েছিল। তা সম্পূর্ণ হল। একইসঙ্গে ওয়ানওয়েব নক্ষত্রমণ্ডল সম্পূর্ণ করে ইতিহাস গড়ে ফেলল ইসরো। ওয়ান ওয়েব জেন ১ হল একটি ১৫০ কেজি শ্রেণির উপগ্রহ। নক্ষত্রমণ্ডলে ৬৪৮টি পৃথক উপগ্রহ রয়েছে। ৫৮৮টি সক্রিয় উপগ্রহের সঙ্গে যোগ আরও ৩৬টি এই ৬৪৮টি উপগ্রহের মধ্যে ১২টি সমতলে সমানভাবে বিভক্ত। ৫৮৮টি সক্রিয় স্যাটেলাইট পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১২০০ কিলোমিটার উচ্চতায় কাজ করতে সক্ষম। বিমানের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়াতে প্রতিটি বিমানকে ৪ কিমি উচ্চতায় আলাদা করা হয়েছে। এই ৫৮৮টি সক্রিয় উপগ্রহের সঙ্গে যোগ দেবে নতুন ৩৬টি উপগ্রহ। ৩৬টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণে সফল ইসরো ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর রকেট ৩৬টি উপগ্রহ উৎক্ষেপণে সফল হয়েছে। শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে রবিবার সকাল ন'টা নাগাদ বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ইসরোর বৃহত্তম রকেট পাড়ি দেয় মহাকাশে। বিস্ফোরণের ঠিক ১৯ মিনিট পর এলএমভিথ্রি রকেট যাত্রা শুরু করে পৃথিবীর লেয়ার অরবিটের উদ্দেশে। ৬৪৮টি উপগ্রহের প্রথম নক্ষত্রপুঞ্জ ওয়ানওয়েব এই এলভিএমথ্রি হল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরোর সবথেকে ভারী ভেহিকেল। এলএমভি থ্রি রকেট ইন্টারনেট নক্ষত্র স্থাপনের মিশনে শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টার থেকে যাত্রা করেছে। এই মিশনটি যুক্তরাজ্যের কোম্পানি দ্বারা গ্রহের চারপাশে ৬৪৮টি উপগ্রহের প্রথম নক্ষত্রপুঞ্জ সম্পূর্ণ করবে। কৃত্রিম উপগ্রহের একটি নক্ষত্রমণ্ডল বাস্তবায়িত ব্রিটেনের কোম্পানি পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহের একটি নক্ষত্রমণ্ডল বাস্তবায়ন করতে চলেছে। ভারতের ভারতী এন্টারপ্রাইজ ওয়ানওয়েবের প্রধান বিনিযোগেকারী এবং শেয়ারহোল্ডার হিসেবে কাজ করে। তার দ্বিতীয় মিশন উৎক্ষেপণ হল রবিবার। ৪৩.৫ মিটার লম্বা এবং ৬৪৩ টন ওজনবিশিষ্ট ভারতীয় রকেট এলভিএম থ্রি পাড়ি দিল মহাকাশে।

যোগী আদিত্যনাথের ৬ বছর ও ভারতীয় রাজনীতিতে ব্র্যান্ড যোগীর নতুন মাইলফলক

গোরক্ষপুর ঃ যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন ৬ বছর। এই ৬ বছরেই ব্র্যান্ড যোগীতে পরিণত করেছেন নিজেকে। ভারতীয় রাজনীতিতে তৈরি হয়েছে নতুন মাইলফলক। গোরক্ষপুরের সন্ন্যাসী থেকে ভারতীয় রাজনীতির ব্যান্ডে নতুন তারা হয়ে ওঠা তো মুখের কথা নয়। এই যাত্রায় সফলভাবে নিজেকে প্রতিস্থাপিত করতে পেরেছেন তিনি।

যোগী আদিত্যনাথ উত্তরপ্রদেশ রাজনীতির মুখ হয়ে ওঠেন ২০১৭ সালে। তারপর ফের ২০২২ সালে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় আসেন যোগী আদিত্যনাথ। ২৫ মার্চ তিনি দ্বিতীয় মেয়াদে এক বছর পূর্ণ করেছেন। উত্তরপ্রদেশে তাঁর নেতৃত্বের ৬ বছর পূর্ণ হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য ৬ বছর আগে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে যখন যোগী আদিত্যনাথের নাম ঘোষণা হয়েছিল, তখন সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল।

২০১৭ সালে ১৪ বছর পর বিজেপি ক্ষমতায় ফিরেছিল উত্তরপ্রদেশে। তারপর ২০২২-এ ফের ক্ষমতায় এসে মিথ ভেঙে দিয়েছিল বিজেপি। যোগী আদিত্যনাথের নেতৃত্বে নতুন ইতিহাস তৈরি হয়েছিল। ২০১৭য় মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার জন্য উত্তরপ্রদেশে বড় বড় নাম উঠে এসেছিল। তারপর সবাইকে সরিয়ে ধ্রুবতারার মতো প্রতিভাত হয়েছিলেন যোগী আদিত্যনাথ।

দেশের প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের অবাক করে গোরক্ষপুরের সাংসদ যোগী আদিত্যনাথকে কুর্সিতে বসিয়েছিল বিজেপি। সেই যোগী আদিত্যনাথ তার পরের ৬ বছরে বিজেপিকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে। তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে বিজেপি ২০২২-এ আবার ফিরে আসতে পেরেছেন উত্তরপ্রদেশে। দ্বিতীয় মেয়াদে তিনি ইতিমধ্যেই বর্ষপূর্তি করে ফেলেছেন।

দ্বিতীয় মেয়াদের প্রথম বার্ষিকীতে তিনি প্রকাশ করেছেন 'চাহ সালইউপি খুশহাল' পুস্তিকা। পূর্ব উত্তরপ্রদেশের হিন্দুত্বের পোস্টার বয় হিসাবে পরিচিত একজন ব্যক্তি কীভাবে উত্তরপ্রদেশে উন্নয়নে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন সেই কথা বলা হয়েছে এই পুস্তিকায়। পুস্তিকায় তুলে ধরা হয়েছে যোগী আদিত্যনাথের দীর্ঘ পথ পাড়ির কথা।

যোগীব্র্যান্ড উত্তরপ্রদেশের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করেছে। যোগী আদিত্যনাথ বলেন, পূর্ব উত্তরপ্রদেশ আজ পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে এবং বুন্দেলখন্ড এক্সপ্রেসওয়ের সাথে সংযুক্ত। পশ্চিম উত্তরপ্রদেশকে মধ্য উত্তরপ্রদেশ ও পূর্ব উত্তরপ্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করতে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের কাজ দ্রুত গতিতে চলছে। আমাদের প্রচেষ্টা হল ২০২৫-এ প্রয়াগরাজ কুম্ভের আগে গঙ্গা এক্সপ্রেসওয়ের কাজ শেষ করা।

সাফল্যের সরণিতে উত্তরপ্রদেশকে অন্যতম প্রগতিশীল রাজ্যে পরিণত করা যোগীর পক্ষে সহজ ছিল না। যোগী আদিত্যনাথ প্রতিটি জেলা সদরকে চার লেনের মহাসড়কের সাথে সংযুক্ত সংকল্প নিয়েছিলেন। তিনি সংযুক্ত করেছেন। জেলা সদর দফতরকে রিং রোডের সাথে সংযুক্ত করার কাজ চলছে। যোগী বলেছিলেন, রাজ্যে সড়ক নেটওয়ার্ক সংযোগের সাথে সাথে তার সাফল্য প্রতিটি ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে গাঁথা থাকবে।

এছাড়া যোগী আদিত্যনাথের আমলেই উত্তরপ্রদেশ দেশের একমাত্র রাজ্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে যেখানে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ শহরে মেট্রো পরিষেবা চালু রয়েছে এবং ষষ্ঠটিও চালু হবে শীঘ্রই। রাজ্যে ৯টি সম্পূর্ণরূপে চালু বিমানবন্দর রয়েছে। বর্তমানে ১২টি বিমানবন্দরে কাজ চলছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বিমান সংযোগ প্রদানের জন্য সম্মতি দিয়েছে।

আগামী দুই বছরের মধ্যে উত্তরপ্রদেশ হবে প্রথম রাজ্য যেখানে পাঁচটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থাকবে। বর্তমানে তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু রয়েছে। আগামী বছরের মধ্যে অযোধ্যা এবং জেওয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চালু হয়ে যাবে। ফলে যোগী ব্র্যান্ডে চেপে উত্তরপ্রদেশ এগিয়ে চলেছে জেট গতিতে।

সম্পাদকীয়

মোদীকে প্রশ্ন করা বন্ধ করবেন না রাহুল গান্ধী

ভারতের বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধী শনিবার বলেছেন, আদানি গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা গৌতম আদানির সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে কড়া প্রশ্ন করার কারণে তাকে পার্লামেন্ট-এ অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে। মোদীর হিন্দু জাতীয়তাবাদী ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) রাহুলের এই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, ২০১৯ সালে প্রণীত আইনের আওতায়, মানহানিকর বক্তব্য প্রদানের জন্য রাহুল গান্ধীকে শাস্তি দেয়া হয়েছে। এর সঙ্গে আদানি বিষয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। রাহুল গান্ধী, ভারতের প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসের সাবেক সভাপতি এবং এখনো তিনিই দলটির প্রধান নেতা। মানহানির মামলায় গুজরাটের একটি আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে দুইবছরের কারাদণ্ড দেওয়ার একদিন পর রাহুল গান্ধী শুক্রবার তার পার্লামেন্টের আসন হারান। আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেন এবং আপিল করার অনুমতি দিয়ে ৩০ দিনের জন্য তার কারাদণ্ড স্থগিত করেন। রাহুল গান্ধীর একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে ঐ মানহানির মামলা দায়ের করা হয়েছিলে। অনেকে মনে করেন ঐ বক্তব্যে তিনি মোদীকে অপমান করেছেন। রাহুল গান্ধীর দল এবং তার সহযোগীরা আদালতের রায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে সমালোচনা করেছে। নয়াদিল্লিতে কংগ্রেস সদর দফতরে এক সংবাদ সম্মেলনে রাহুল বলেন, আমাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়েছে, কারণ আদানি সম্পর্কিত আমার পরবর্তী বক্তব্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ভয় পাচ্ছেন। দোষী সাব্যস্ত ও অযোগ্য ঘোষিত হওয়ার পর, জনসমক্ষে প্রথম কথা বলার সময় রাহুল গান্ধী বলেন, তারা চায় না যে এই বক্তব্য সংসদের রেকর্ড-এ থাকুক, এটাই ইস্যু। ৫২ বছর বয়সী রাহুল গান্ধী এমন একটি পরিবারের উত্তরাধিকার, যে পরিবার থেকে ভারত তিন জন প্রধানমন্ত্রী পেয়েছে। কেন মোদী তার পরবর্তী বক্তব্য পছন্দ করবেন না সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু বলেননি তিনি। রাহুল গান্ধীর দল একসময়ের প্রভাবশালী কংগ্রেস এখন সংসদের নিম্নকক্ষে নির্বাচিত আসনের ১০ শতাংশের এর কম আসন নিয়ন্ত্রণ করছে। পরপর দুটি সাধারণ নির্বাচনে দলটি বিজেপির কাছে পরাজিত হয়েছে। সবশেষ নির্বাচন হয়েছে ২০১৯ সালে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, আদানির প্রতিষ্ঠানে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার বিনিয়োগে এবং কোন পূর্বঅভিজ্ঞতা না থাকা সত্ত্বেও, ছয়টি বিমানবন্দরের ব্যবস্থাপনা আদানি গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। আদানি গোষ্ঠী সরকারের কাছ থেকে কোনো বিশেষ সুবিধা পাওয়ার কথা অস্বীকার করেছে এবং সরকারের মন্ত্রীরা বিরোধীদের এই ধরনের ধারণাকে ভিত্তিহীন অভিযোগ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তারা বলেছেন, যে, অন্যায় হয়ে থাকলে নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলো বিষয়টি খতিয়ে দেখবেন। কংগ্রেস এবং তার বিরোধী দলীয় মিত্ররা এ বিষয়ে সংসদীয় তদন্তের আহ্বান জানিয়েছে।

মিয়ানমারের সামরিক জান্তা বাহিনীর আশংকাজনক মাত্রার সহিংসতার প্রতি জাতিসংঘের হুশিয়ারি

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ক্রমাগতভাবে অস্বীকার করা সত্ত্বেও, তাদের নিপীড়ন থেকে বেঁচে ফিরে আসা ব্যক্তি ও প্রত্যক্ষদর্শীরা সম্প্রতি ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানিয়েছেন, গ্রামগুলোতে হামলা চালানোর সময় সৈনিকরা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে আসা প্রতিরোধ দমনে পরিকল্পিতভাবে কৌশলগত বল প্রয়োগ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া, নির্যাতন, ধর্ষণ ও ব্যাপক হারে হত্যা।

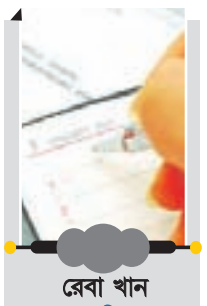

রেবা খান
প্রাবন্ধিক

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদকে বৃহস্পতিবার মিয়ানমার পরিস্থিতি বিষয়ে অবহিত করেন বিশেষ দূত নোয়েলিন হেইজার। এ সময় তিনি জানান, ১ ফেব্রুয়ারি জরুরি অবস্থার মেয়াদ বাড়ানোর পর থেকে সামরিক জান্তা, আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ, বেসামরিক ব্যক্তিদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয়া এবং অন্যান্য গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের মাধ্যমে তাদের জবরদস্তি বাড়িয়েছে। আর ক্ষমতা ধরে রাখতে তারা এগুলো করছে।
বিশেষ দূত আরো জানান, ৪৭টি জনপদে সামরিক আইন জারি করা হয়েছে এবং জান্তা তাদের প্রতি বিশ্বস্ত বলে পরিচিত নাগরিদের অস্ত্রসজ্জিত করছে।
.এ ধরনের নৃশংসতা ঠেকাতে, যুক্তরাষ্ট্র শুক্রবার সামরিক জান্তার ওপর নতুন করে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে।

এবারের বিধিনিষেধের লক্ষ্য হলো, সামরিক বাহিনীর জেট জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থা এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় দেশটির মিত্র দেশগুলো। যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি বিভাগ এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়, সামরিক জান্তার সঙ্গে সংযুক্ত ২জন ব্যক্তি ৬টি প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করা হয়েছে।
ট্রেজারি বিভাগের বিবৃতি অনুযায়ী যাদের বিরুদ্ধে মিয়ানমার সামরিক বাহিনীর জন্য জেট জ্বালানি আমদানি, সংরক্ষণ ও তাদের কাছে সরবরাহ করে নৃশংসতা চালিয়ে যেতে(সামরিক জান্তাকে) সহযোগিতা করার অভিযোগ রয়েছে, তাদের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য হবে।
জুম মাধ্যমে নেয়া সাক্ষাৎকারে ন্যাশনাল ইউনিটি গভার্নমেন্ট-এর (জাতীয় ঐক্য সরকার) মানবাধিকার বিষয়ক মন্ত্রী অং মিও মিন ভয়েস অফ আমেরিকাকে জানান, সামরিক জান্তা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণের পর, গত ২ বছরে অন্তত ৬৪টি গণহত্যার ঘটনা ঘটিয়েছে জান্তা। যেগুলো পরিচালিত হয়েছে ৫ জন বা তার চেয়ে বেশি সংখ্যার মানুষের দ্বারা। মিনের দেয়া তথ্য অনুযায়ী, গণহত্যা হচ্ছে জান্তার একটি কৌশল, যার মাধ্যমে নিজ দেশের বেসামরিক ব্যক্তিদের ওপর হামলা চালানো হয়।
তিনি আরো জানান, এসব হত্যাকাণ্ড সামরিক বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত যুদ্ধাপরাধ।
এনইউজি আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের পরিচালিত মিয়ানমারে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে তদন্ত সম্প্রসারণের আহ্বান জানিয়েছে। তারা, শুধু রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধ নয়, মিয়ানমারের সকল ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর জান্তাবিরোধী সংগঠনের সদস্যদের হত্যাকাণ্ডের বিষয়টি তদন্তে অন্তর্ভুক্ত করার আহবান জানায়।

সিরিয়ায় ১৫ ট্রাফল শিকারীকে হত্যা করেছে ইসলামিক স্টেট গ্রুপ ঃ পর্যবেক্ষক সংস্থা

সংঘাতবিধ্বস্ত মধ্য সিরিয়ায় মরুভূমিতে ১৫ জন ট্রাফল (ভূগর্ভস্থ ভোজ্য ছত্রাক) শিকারীকে গলা কেটে হত্যা করেছে ইসলামিক স্টেট গোষ্ঠী, এছাড়া অন্য আরও ৪০ জন এখনো নিখোঁজ রয়েছে। শুক্রবার একটি যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থা এ কথা জানিয়েছে। সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস বলছে, গত ফেব্রুয়ারি থেকে, কমপক্ষে ১৫০ জন ট্রাফল শিকারী, যাদের অধিকাংশই বেসামরিক লোকজন , আইএস হামলায় বা উগ্রবাদীদের পুঁতে রাখা ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে নিহত হয়েছে। পর্যবেক্ষক সংস্থাটির প্রধান রামি আবদেল রহমান বলেন, বৃহস্পতিবার ট্রাফল সংগ্রহ করার সময় আইএস যোদ্ধারা সাতজন বেসামরিক নাগরিক এবং আটজন স্থানীয় সরকারপন্থী যোদ্ধাসহ অন্তত ১৫ জনের গলা কেটে হত্যা করে।
তিনি আরও বলেন, হামা প্রদেশে ওই হামলার পর, এখন পর্যন্ত আরো অন্তত ৪০ জন নিখোঁজ রয়েছে।
সিরিয়ার রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম তাৎক্ষণিকভাবে এ ঘটনার খবর জানায়নি।
প্রতি বছর ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে, সিরিয়ার শত শত দরিদ্র নাগরিক সিরিয়ার বিস্তীর্ণ মরুভূমিতে ট্রাফলের সন্ধান করে। বাদিয়া নামের ওই এলাকাটি জিহাদিদের জন্য একটি পরিচিত আস্তানা এবং এলাকাটিতে ল্যান্ডমাইন ছড়ানো ছিটানো রয়েছে।
পর্যবেক্ষক সংস্থাটি বলেছে, আইএস দুর্গম স্থানে হামলা চালানোর জন্য বার্ষিক এই ট্রাফল উৎপাদন মৌসুমের সময়টাকে বেছে নিচ্ছে।
ল্যান্ডমাইন এবং আইএস যোদ্ধাদের সম্পর্কে বারবার সতর্ক করা সত্ত্বেও, খাদ্য শিকারিরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বারবার খাবার সংগ্রহ করতে বের হয়।
সিরিয়ার মরুভূমি বিশ্বের সবচেয়ে উৎকৃষ্ট মানের ট্রাফল উৎপাদনের জন্য বিখ্যাত।
মূল্যবান এই ছত্রাকটি প্রতি কিলোগ্রাম ২৫ ডলার (মুদ্রায় প্রায় ২,৬৩০ টাকা) পর্যন্ত বিক্রি হয়, যেখানে গড় মাসিক মজুরি মাত্র ১৮ ডলার (প্রায় ১,৯০০ টাকা)।
এই মাসের শুরুর দিকে, আইএস যোদ্ধারা উত্তর সিরিয়ায় তিনজন ট্রাফল শিকারীকে হত্যা করেছে এবং কমপক্ষে ২৬ জনকে অপহরণ করেছে।
ব্রিটেন-ভিত্তিক পর্যবেক্ষণ সংস্থাটি জানিয়েছে, ইরানপন্থী বাহিনীর অবস্থানের খুব কাছেই ওই হামলা চালানো হয়েছে।
যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থাটি সেই সময়ে বলেছিল, গত ফেব্রুয়ারিতে মোটরসাইকেল আরোহী আইএস যোদ্ধারা ট্রাফল শিকারীদের উপর নির্বিচারে গুলি চালায়, এতে কমপক্ষে ৬৮ জন নিহত হয়।
২০১১ সালের মার্চ মাসে সরকার বিরোধী বিক্ষোভ শুরু হলে, বিক্ষোভকারীদের উপর নির্মম দমন-পীড়ন চালায় সিরিয়ার সরকার। সরকার বিরোধী যুদ্ধে এখন পর্যন্ত অন্তত পাঁচ লাখ মানুষ মারা গেছে এবং বাস্তুচ্যুত হয়েছে আরও লক্ষ লক্ষ মানুষ।

যৌন নিপীড়ন বিরোধী আইন আরও সম্প্রসারিত করলেন পোপ

২০১৯ সালে প্রণীত গির্জার একটি আইন, শনিবার আপডেট বা হালনাগাদ করেছেন পোপ ফ্রান্সিস। যার লক্ষ্য যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলি ঢেকে রাখার জন্য সিনিয়র চার্চম্যানদের দায়বদ্ধ করা, ক্যাথলিক নেতাদের সুরক্ষা দেয়ার জন্য এটিকে সম্প্রসারিত করা এবং পুনরায় নিশ্চিত করা যে, ঝুঁকিগ্রস্ত প্রাপ্তবয়স্করা যখন সম্মতি দিতে অক্ষম হয়, তখন তারাও নির্যাতনের শিকার হতে পারে। পোপ ফ্রান্সিস ২০১৯ আইনের অস্থায়ী বিধানগুলিকে পুনরায় নিশ্চিত করেছেন এবং সেগুলোকে স্থায়ী করেছেন, যা ভ্যাটিকান এবং ক্যাথলিক শ্রেণিবিন্যাসের জন্য সংকটের মুহূর্তে পাস হয়েছিল।
সংশ্লিষ্ট বিশপ এবং ধর্মীয় উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত করার লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট একটি প্রক্রিয়া তৈরি করার জন্য সেই সময়ে আইনটির প্রশংসা করা হয়েছিল। কিন্তু এর বাস্তবায়ন বেশ অসম ছিল, এবং ভ্যাটিকান মামলাগুলির বিষয়ে ক্রমাগত স্বচ্ছতার অভাবের জন্য ভুক্তভোগীদের দ্বারা ব্যাপক সমালোচিত হয়েছিল।
নতুন নিয়মগুলি তখন থেকে জারি করা ক্যাথলিক চার্চের অপব্যবহার সংক্রান্ত অন্যান্য পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। সাধারণ নেতারা তাদের আধ্যাত্মিক আদেশ দ্বারা কিংবা কর্তৃত্বের অধীনে লোকেদের যৌন নিপীড়ন করার বিষয়টি সাম্প্রতিক বছরগুলিতে জনসম্মুখে চলে আসায় তার প্রক্রিয়া স্বরূপ এই নতুন নিয়মগুলো এসেছে।
ভ্যাটিকান আবারও নিশ্চিত করেছে যে, এমনকি প্রাপ্তবয়স্করাও শিকারী যাজকদের শিকার হতে পারে, বিশেষ করে নান কিংবা সেমিনারিয়ান, যারা তাদের বিশপ বা উর্ধ্বতনদের উপর নির্ভরশীল।
আইন এবং শনিবার এর হালানাগাদে অপব্যবহার বা গোপন করার জন্য অভিযুক্ত বিশপদের তদন্তের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট বিধান রাখা হয়েছে। অভিযোগগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত হলে তদন্ত শুরু করার জন্য আইনটিতে সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রাখা হয়েছে এবং এতে কিছু কিছু পরিবর্তনের নিয়মও বজায় রাখা হয়েছে।
আইনটি সমস্ত গির্জার কর্মীদের ঘরে পাদ্রিদের অপব্যবহারের অভিযোগগুলি রিপোর্ট করার জন্য বাধ্যতামূলক করেছে, যদিও আইনে পুলিশকে রিপোর্ট করা বাধ্যতামূলক নয় বলে উল্লেখ আছে। নতুন আইন এ ব্যাপারে যারা আগে সংবাদ দেবেন তাদের সুরক্ষাকে প্রসারিত করবে পাশাপাশি, অভিযুক্তদের সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখার প্রযোজনীয়তাকেও পুনরায় নিশ্চিত করবে।
ভুক্তভোগী ব্যক্তিরা দীর্ঘদিন ধরে অভিযোগ করে আসছেন, ভ্যাটিকান কয়েক দশক ধরে বিশপ এবং ধর্মীয় উর্ধ্বতনদের অপরাধের বিষয়টি ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করছে। ২০১৯ সালের আইনে সেই অভিযোগগুলির প্রতিক্রিয়া জানানোর চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ভুক্তভোগীরা তদন্ত এবং ফলাফল সম্পর্কে অব্যাহত গোপনীয়তার জন্য রোমান ক্যাথলিক চার্চের সরকারকে দোষারোপ করে।

সাময়িকী

রুশ সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে স্থানচ্যুত করেছে ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ

ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের মতে, ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ রাশিয়ার সামরিক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাকে ব্যাপকভাবে স্থানচ্যুত করেছে। কেননা, প্রশিক্ষকদের বেশিরভাগকে ইউক্রেনে মোতায়েন করা হয়েছে। ব্রিটেনের হালনাগাদ গোয়েন্দা তথ্য অনুযায়ী, রাশিয়া সম্ভবত তাঁবুতে স্থাপন করা প্রশিক্ষণ শিবির বিলুপ্ত করেনি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বরং রাশিয়া অনেক কম অভিজ্ঞ বেলারুশ সেনাবাহিনীর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছে।

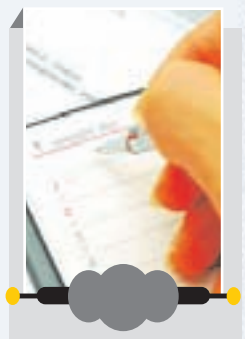

রুমা বোস
কলামিস্ট

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি বলেছেন, তাদের সেনাবাহিনী রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণ শুরু করতে প্রস্তুত, তবে ইউরোপীয় প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সাহায্য প্রয়োজন। ইউরোপের নেতারা বৃহস্পতিবার ২০০ কোটি ডলারের একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। এই সপ্তাহের শুরুতে ইইউ পররাষ্ট্র এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রীরা চুক্তিটি অনুমোদন করেন।এসময় নেতারা, বিদ্যমান মজুদ থেকে গোলাবারুদ পাঠানোর জন্য এবং আরো কয়েক দফায় নতুন করে গোলাবারুদ জোগাড় করতে, ইইউ দেশগুলোকে একসাথে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন। ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বুধবার বলেছে, ইউক্রেনের বাহিনী বাখমুতের পশ্চিমে স্থানীয়ভাবে একটি পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে।এই আক্রমণের ফলে, সম্ভবত শহরের ভেতরে কিয়েভের বাহিনীর ব্যবহৃত প্রধান সরবরাহ রুটে চাপ হ্রাস করবে। রুশ বাহিনী বাখমুতে গতি হারাচ্ছে, ইউক্রেনের এমন দাবির বিষয়ে মস্কো কোনো মন্তব্য করেনি। তবে ভাড়াটে সৈন্যদল ওয়াগনার গ্রুপের নেতা ইয়েভগেনি প্রিগোজিন সাম্প্রতিক দিনগুলোতে বেশ হতাশভাবেই ইউক্রেনের পালটা আক্রমণের বিষয়ে সতর্ক করেছেন। জেলেন্সকি বৃহস্পতিবার যুদ্ধাঞ্চলের প্রদেশগুলো সফর অব্যহত রাখেন।তিনি বাখমুতের কাছে সৈন্যদের সাথে দেখা করার একদিন পর, দক্ষিণে খেরসন অঞ্চলে সৈন্যদের সঙ্গে দেখা করেন। একটি ভিডিও চিত্রে তাকে পোসাদ পোকরোভস্কে সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে দেখা যায়। পোসাদ পোকরোভস্কে হচ্ছে খোরসেন যুদ্ধাঞ্চলের একটি বোমা বিধ্বস্ত গ্রাম।যেটি গত বছর ইউক্রেনের সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ অগ্রযাত্রায় পুনরুদ্ধার করা হয়েছিলো।

জানা অজানা

পৃথিবী আর চাঁদের মাঝখান দিয়ে চলে যাবে যে গ্রহাণু

পৃথিবী আবার একটি গ্রহাণুর আঘাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। শনিবারই একটি বিশাল আকৃতির গ্রহাণু পৃথিবী আর চাঁদের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাবে - যাকে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বর্ণনা করেছেন এক বিরল ঘটনা বলে। বিশাল গ্রহাণুটির নাম '২০২৩ ডিজেড টু' এবং ব্যাস ৪০ থেকে ৯০ মিটার পর্যন্ত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। মাসখানেক আগে এটির সন্ধান পাওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এর আঘাতে একটি গোটা নগর ধ্বংস হয়ে যাবে। তারা বলছেন, এত বড় কোন গ্রহাণুর পৃথিবীর এত কাছাকাছি চলে আসাটা এক বিরল ঘটনা - যা এক দশকে একবারই ঘটতে পারে। তবে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত করেছেন যে এটির পৃথিবীতে আঘাত হানার কোন সম্ভাবনা নেই, বরং তা পৃথিবী থেকে ১৭৫,০০০ কিলোমিটার দূর দিয়ে এবং পৃথিবী ও চাঁদের মাঝখানের ফাঁকা জায়গা দিয়ে পার হয়ে যাবে।
ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থার রিচার্ড মোইসল বলছেন, পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে বাইনোকুলার এবং ছোট টেলিস্কোপ দিয়ে গ্রহাণুটি দেখা যেতে পারে। ইউরোপের মহাকাশ সংস্থা বলছে, গ্রহাণু সম্পর্কে আরো ভালোভাবে জানতে এবং ভবিষ্যতে এধরনের কোন কিছুর পৃথিবীতে আঘাত হানার সম্ভাবনা দেখা দিলে তা কীভাবে মোকাবিলা করতে হবে - তার প্রশিক্ষণ নেবার ক্ষেত্রে এ ঘটনাটি বিজ্ঞানীদের কাজে লাগবে। বিজ্ঞানীরা গ্রহাণুটির গতিপথ পর্যবেক্ষণ করে বলেছেন ২০২৬ সালে এটি হয়তো আবার পৃথিবীর কক্ষপথের কাছাকাছি আসবে - তবে তখনও এটার সাথে পৃথিবীর ধাক্কা লাগার সম্ভাবনা নেই। মার্চ মাসের প্রথম দিকে খবর বেরিয়েছিল যে একই রকম আকৃতির আরেকটি গ্রহাণু ২০৪৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৪ তারিখে পৃথিবীর বুকে আঘাত হানতে পারে। তবে মি. মোইসল বলছেন, এখন তারা ধারণা করছেন যে '২০২৩ ডি ডব্লিউ' নামের ওই গ্রহাণুটি পৃথিবীর ৪৩ লক্ষ মাইল দূর দিয়ে চলে যাবে। অবশ্য এরকম কোন গ্রহাণু যদি পৃথিবীর দিকে আসতেও থাকে - তাহলেও আত্মরক্ষার উপায় এখন মানুষের হাতে আছে। গত বছর মার্কিন মহাকাশ সংস্থা নাসার ডার্ট নামে একটি মহাকাশযান পাঠানো হয়েছিল ডিমর্ফোস নামের একটি পিরামিড আকৃতির গ্রহাণুর ওপর আঘাত হেনে তার গতিপথ থেকে বিচ্যুত করার জন্য। সে পরীক্ষা সফল হয়েছিল এবং ডার্টের আঘাতের পর গ্রহাণুটির কক্ষপথে আবর্তনের সময় ৩২ মিনিট কমে যায়।

পাঠকের চিঠি

আকাশচুম্বী জিনিসের দামে নাভিশ্বাস অবস্থা

একদিনে করোনা আবহ অন্যদিকে দীর্ঘদিন চলা লকডাউনে আম বাঙালির যেন প্রায় নাভিশ্বাস অবস্থা হয়ে উঠেছিল। কবে এই মহামারীর অবসান হবে তার সদুত্তর হয়তো আজও বিজ্ঞানীরাও দিতে পারছেন না। এরই মধ্যে আমাদের সকলকেই এগিয়ে চলতে হবে আগামীদিনে। অনেক মানুষ এই করোনা আবহে কাজ হারিয়েছেন। সামান্যতম পুঁজিতে সংসার চালাতে হচ্ছে অসংখ্য মানুষকে।এরই মধ্যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধি যেন সাধারণ থেকে মধ্যবিত্ত সকলেরই চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।জিনিসপত্রের দাম আকাশ ছোঁয়া । ফল,সব্জি ,মাংস,মাছ সবেতেই বাজার আগুন। সর্বত্রই ঝাঁঝাঁলো জিনিসের দাম। তাই বাজারে গিয়ে কিছুটা বাঁচিয়েই খরচ করতে হচ্ছে। বাজারের থলির দিকে তাকালে যেন অনেকেরই মন ভরছে না কিন্তু অন্যদিকে পকেটে পড়ছে টান। অনেকের আবার আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে খরচের তালিকাটিও তৈরি করতে হয়। তাই বেছে বেছে বাজার করাটাও অনেকের বেশ অসুবিধের সৃষ্টি করেছে। কিছু কিছু দোকানিরা আবার এই সময় কোনো কোনো জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেন। সেক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের ভোগান্তির শেষ থাকেনা। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের দিকটি মাথায় রেখে জিনিসের দাম সঠিকভাবে নির্ধারণ করলে যেন সামঞ্জস্য বজায় থাকে।

শংকর সাহা , দঃদিনাজপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌন্দী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফৈক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

মাতাজী আশ্রমে বাংলা ভাষা শেখানো হবে

সুনীল কুমার দে

পোটকাঃ বাংলা ভাষা পৃথিবীর একটি গৌরবশালি, সম্বৃদ্ধিশালী, সরল,মধুর ও উন্নত ভাষা।আমাদের ভারতে বাংলা ভাষার স্থান দ্বিতীয় ও পৃথিবীতে পঞ্চম।যাদের মাতৃভাষা বাংলা তারাই বাঙালী।জাতিতে কেউ বাঙালী নয়,ভাষার আঁধারে বাঙালী।তাই যারা বাংলা বলতে পারে না,লিখতে পারে না ও পড়তে পারে না তারা বাঙালী নয়।আর এই বাংলা ভাষাকে রক্ষা করা শুধু মাত্র সরকারের নয় আমাদের প্রতিটি বাঙালির কর্তব্য ও দায়িত্ব।তাই নিজেদের মাতৃ ভাষাকে বাঁচানোর জন্য সবাই সচেতন হউন।আর ঘর থেকে শুরু হোক বাংলা ভাষা বাঁচানোর অভিযান।

আমরা নুতন প্রজন্মের মুখে বাংলা বুলি দিতে চাই।তাদের বাংলা শিখাতে চাই।সেজন্য যে সব বাঙালী ছেলে মেয়েরা হিন্দি ও ইংরেজি মিডিয়ম স্কুলে পড়ে, যারা বাংলা জানে না তাদের কে বাংলা শেখানো হবে মাতাজী আশ্রম হাতাতে প্রতি রবিবারে।এই জন্য শিক্ষার্থীদের কোনো শুল্ক লাগবে না।বাংলা ভাষা শেখাবেন সুনীল কুমার দে,কমল কান্তি ঘোষ,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল ও সনৎ মণ্ডল ও আরো অনেকেই।এই বাংলা ভাষা শেখানোর ক্লাস শুরু হবে আগামী পয়লা বৈশাখ থেকে অর্থাৎ ১৫ এপ্রিল ২০২৩ থেকে অর্থাৎ বাংলা নব বর্ষ থেকে।ইচ্ছুক ছাত্র ছাত্রীগন আমাদের মাতাজী আশ্রমে এসে নাম লিখাতে পারেন।

শ্রীশ্রী যোগেশ্বরী আনন্দময়ী মাতাজী আশ্রম হাতা থেকে বাংলা ভাষা শেখানোর জন্য বিনামূল্যে পটকার গ্রামে গ্রামে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বর্ণ পরিচয় বই দেওয়া হবে ও গ্রামের বাংলা ভাষী ক্লাব,সমিতি,কীর্তন পার্টি আদিকে গ্রামের ছেলে মেয়েদের কে সপ্তাহে একদিন করে বাংলা শেখানোর জন্য অনুরোধ করা হবে এ কথা জানালেন মাতাজী আশ্রমের সঞ্চালক,ট্রাস্টি,বাংলা ভাষা প্রেমী কবি,লেখক ও সমাজ সেবক সুনীল কুমার দে।আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানোর দায়িত্ব আমাদের ,সরকারের নয়।তাই বাংলা ভাষা ভাষী মানুষ সচেতন হউন ও মানসিকতার পরিবর্তন করুন।ঘরে ঘরে শুরু হউক আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ও আমাদের সংস্কৃতিকে বাঁচানোর অভিযান।অনেক দেরি হয়ে গেছে,আর দেরি নয়।সবাই মিলে নিজেদের ভাষা ও সংস্কৃতি কে বাঁচানোর দায়িত্ব নিন।যে যেখানে আছেন সেখান থেকেই কাজ শুরু করুন।

রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করা সংক্রান্ত কার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রতিবাদ সেটা স্পষ্ট করার দাবি বিজেপি সাংসদ পবিত্র মার্গেরিটার

গান্ধী পরিবার কখনো ন্যায় প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে নয়, ওবিসিকে অপমান করা রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ হওয়ার পর থেকে সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেছে কংগ্রেস। তবে কংগ্রেসের এই প্রতিবাদ কার বিরুদ্ধে সেই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন বিজেপির সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তথা অসম প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র পবিত্র মার্গেরিটা। তিনি বলেন এই সংক্রান্তে আন্দোলন করা কংগ্রেসকে এটা স্পষ্ট করতে হবে যে দলটি কার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে। বিজেপি সর্বদা ন্যায় প্রক্রিয়ার সম্মান জানিয়ে আসছে। তবে কংগ্রেসকে এটা মনে রাখতে হবে যে গান্ধী পরিবার কখনো ন্যায় প্রক্রিয়ার উর্ধ্বে নয়। ওবিসিকে অপমান করা রাহুল গান্ধীর ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের বৈশিষ্ট স্থিত বিজেপির প্রদেশ কমিটির মুখ্য কার্যালয় অটল বিহারী বাজপেয়ি ভবনে আযোজিত সাংবাদিক বৈঠকে দলীয় সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তথা অসম প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র পবিত্র মার্গেরিটা বলেন, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী ২০১৯ সালে কর্নাটকের এক নির্বাচনী প্রচার সভায় ওবিসি সম্প্রদায় নিয়ে করা বিরূপ মন্তব্যের জন্য আদালতের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। এর ফলে সঙ্গে সঙ্গে তার সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কংগ্রেসের সঙ্গে একাংশ কংগ্রেস সমর্থক দল অযথা প্রতিবাদ করে বিষয়টিকে অন্যদিকে নিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা করছে। বিজেপির অসম প্রদেশ কমিটি রাহুল গান্ধীর এই ধরনের বিরূপ মন্তব্যের নিন্দা জানানোর পাশাপাশি আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য বিজেপির ওবিসি মোর্চার সভাপতি অশ্বিনী রায় সরকারের উপস্থিতিতে সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তথা অসম প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র পবিত্র মার্গেরিটা বলেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে কংগ্রেস দলটি ওবিসি জনতাকে অপমান করে তাদের স্বভিমানে আঘাত হেনেছে। এই ধরনের দুস্কর্মের জন্য অসমের ২৫ শতাংশ ওবিসি এবং ভারতের ৫০ শতাংশ ওবিসি সাধারণ মানুষের সঙ্গে সারা দেশবাসী রাহুল গান্ধীকে ধিক্কার দিচ্ছেন। শুধুমাত্র নিকৃষ্ট রাজনীতির জন্য রাহুল গান্ধী ওবিসি সমাজকে ইচ্ছাকৃতভাবে এই ধরনের অপমান করাটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বিষয়। তিনি বলেন সুরটের আদালত রাহুল গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করার পর রিপ্রেজেন্টেশন অফ দা পিপলস অ্যাক্ট ১৯৫১ এর অধীনে রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে এটা নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে দলটির সমর্থক একাংশ দল আদালত তথা সংসদের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে প্রতিবাদ জানাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তথা অসম প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র পবিত্র মার্গেরিটা বলেন, সংসদের এই ধরনের নীতি নিয়ম দীর্ঘ সময় ধরে দেশের শাসনের দায়িত্বে থাকা কংগ্রেস দলটি প্রবর্তন করেছিল। এই ধরনের নিয়মের আঁধারে সাংসদ পদ খারিজ হওয়া রাহুল গান্ধী একমাত্র ব্যক্তি নন। এর আগে ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরে কংগ্রেসের রাসেদ মাসুদ এবং নভেম্বরে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি বিধায়ক আশা রানী, ২০১৪ সালে ঝাড়খণ্ড দলের বিধায়ক এনস ইক্কা, ২০১৪ সালের মার্চে শিবশনার বিধায়ক বেবেন রাও ঘলাপ এবং এপ্রিলে ডিএমকের সাংসদ টি এম সেলভাগানাপথে, মে মাসে মহারাষ্ট্রের বিজেপি বিধায়ক সুরেশ হাল ভাঙ্গারকর, ২০১৫ সালে এ জে এস ইউ র বিধায়ক কমল কিশোর ভগবত এবং ২০১৭ সালের এ আই এ ডি এম কে র নেত্রী যে জয়ললিতা সহমত ১০ জন সাংসদ এবং বিধায়কের পদ খারিজ করা হয়েছে। সেই সময় কিন্তু বর্তমানে অব্যাহত থাকা প্রতিবাদ করা হয়নি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

বিজেপি মুখপাত্র বলেন সারাদেশ এটা জানে যে রাহুল গান্ধী গত এক দশক জুড়ে বিভিন্ন ব্যক্তি, সম্প্রদায়, অসমের সত্র, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ, দেশের প্রধানমন্ত্রী এমনকি দেশের সেনা তথা শহীদদেরও তার বিভিন্ন বক্তৃতার মাধ্যমে অপমান করে আসছেন। দেশের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে অসমে ইতিমধ্যে তার বিরুদ্ধে বহু মামলা রজ্জু হয়ে রয়েছে। অবশেষে সীমা অতিক্রম করে সম্প্রতি নিজের জন্মভূমি ভারত মাতৃকে বিদেশের জমিতে অপমান করে এসেছেন রাহুল গান্ধী। তাছাড়া এর আগে এই ধরনের দুস্কর্যের জন্য ২০১৯ সালের ২৩ এপ্রিল তাকে সুপ্রিম কোর্টে ক্ষমা পর্যন্ত চাইতে হয়েছিল। এবার দেশের ওবিসি জাতিকে অপমান করে তাকে আদালত থেকে শাস্তি পেতে হলো বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। পবিত্র মার্গেরিটা বলেন আগের থেকে চলে আসা সাংবিধানিক তথা সংসদীয় নীতি নিয়মকে রাহুল গান্ধী তথা কংগ্রেস মেনে নিয়ে দেশের আমজনতার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। গান্ধী পরিবার কখনো আদালতের ন্যায় প্রক্রিয়ার সিদ্ধান্ত অথবা সংসদের প্রচলিত নিয়মের উর্ধ্ব হতে পারে না। রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে দেশের আইন কানুন গ্রহণ করা সিদ্ধান্ত ভারতীয় জনতা পার্টির নয়, বরং এটা আদালতের সিদ্ধান্ত। ফলে কংগ্রেস সহ সমর্থক রাজনৈতিক দলগুলো এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে এক প্রকার মহামান্য আদালত এবং পবিত্র সংসদের উদ্দেশ্যে আঙ্গুল তুলেছে। কংগ্রেস সহ দলটির প্রতি সমর্থন জানানো প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের উদ্দেশে তিনি বলেন রাহুল গান্ধীর সঙ্গে প্রত্যেক সমর্থনকারী প্রথমে দেশের ওবিসি জনতার কাছে ক্ষমা চাওয়ার প্রযোজনীয়তা রয়েছে। এটা ভারতীয় জনতা পার্টির প্রতিজন কার্যকর্তার দাবি বলে মন্তব্য করেন সাংসদ, মুখ্যমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব তথা অসম প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র পবিত্র মার্গেরিটা।

নিযুক্তির জন্য দাখিল করা প্রতিটি বিএড সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা হবে বলে ঘোষণা শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগুর

বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক সামগ্রী বিতরণ

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আসন্ন দশম অসম সরকারের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তি। সেই সময় ব্যাপকভাবে শিক্ষক নিযুক্তির পরিকল্পনা করেছে রাজ্য সরকার। তবে নিযুক্তির জন্য দাখিল করা প্রতিটি বিএড সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা হবে বলে ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু। তিনি বলেন শিক্ষকের চাকরির জন্য দাখিল করা প্রতিটি বিএড সার্টিফিকেটের বেক ইন ভেরিফিকেশন করা হবে। এক্ষেত্রে বিএড পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং বিএড এর সার্টিফিকেট দুটোরই ভেরিফিকেশন করা হবে বলে জানালেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়া স্থিত প্রশাসনিক কলেজ মহাবিদ্যালয়ে শনিবার আযোজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে তিনি বলেন ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ টিচার এডুকেশন (এনসিটিই) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিএড শিক্ষা গ্রহণ করা সার্টিফিকেট অথবা প্রমাণপত্র একমাত্র বৈধ। ফলে নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় দাখিল করা প্রতিটি বি.এড সার্টিফিকেট পরীক্ষা করে দেখা হবে আদৌ সেই প্রমাণপত্রগুলো এনসিটিই স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রয়েছে কিনা। তাছাড়া এনসিটিই এর স্বীকৃতিপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বিএড পরীক্ষা অবতীর্ণ হয়ে দাখিল করা সার্টিফিকেট গুলো আসল না নকল সেটারও পরীক্ষা হবে। অর্থাৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সার্টিফিকেট দুটোরই পরীক্ষা করা হবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু। এদিকে রাজ্যের বাইরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বি.এড পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার শিক্ষার্থীরা অধিক নম্বর পাচ্ছেন বলে উত্থাপন হওয়া অভিযোগ সম্পর্কে তিনি জ্ঞাতো বলে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন এই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে রাজ্য সরকার।

অন্যদিকে সর্বশিক্ষা মিশন অসমের উদ্যোগে আযোজিত এক অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন সহায়ক সামগ্রী বিতরণ করে শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু বলেন প্রত্যেক ব্যক্তির শারীরিকভাবে প্রতিটি জিনিস থাকলেও কাজে কর্মে সবাই নিপুন নয়। বিশেষভাবে সক্ষম সন্তানের মাবাবারা তাদের সন্তানকে বোঝা বলে কখনো ভাবা উচিত নয়। বরং তাদের যথেষ্ট ভালোবাসা এবং আদর করা উচিত। কারণ বইয়ের পড়া শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করা নয়, মানুষ মানুষের প্রতি থাকা ভালবাসা এবং কর্তব্য এর অংশ স্বরূপ বলে তিনি মন্তব্য করেন। শিক্ষামন্ত্রী প্রত্যেক অভিভাবকদের বলেন তাদের প্রতি বিভাগীয়ভাবে করা জরিপে তাদের সন্তান তথা আশেপাশে থাকা বিশেষভাবে সক্ষম ছাত্রছাত্রীরা যেন বাদ পড়ে না যায়। প্রত্যেক এই ধরনের ছাত্রছাত্রী যাতে বিভাগীয়ভাবে সুবিধা পেতে সক্ষম হয় তার জন্য সচেতন হওয়ার পাশাপাশি নির্দিষ্ট বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার জন্য অভিভাবকদের অনুরোধ জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডা.রণোজ পেগু।

প্রসঙ্গত এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সহায়ক সামগ্রীর সঙ্গে প্রযোজনীয় তিন চাকার সাইকেল, হুইলচেয়ার, সেরিব্রাল পালসি চেয়ার, স্মার্টফোন, ব্রেইলি স্লেট, ব্রেইলি কিট ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রী প্রদান করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যে মোট ৭০২৩ ধরনের সহায়ক সামগ্রী এবং ৩০৫৪ ধরনের শ্রবণ সামগ্রী বিভাগীয়ভাবে বিতরণ করা হয়েছে। এদিনের অনুষ্ঠানে সমগ্র শিক্ষা মিশন সঞ্চালক ডঃ ওম প্রকাশ, কার্যবাহী সঞ্চালক সঞ্জয় দত্ত ছাড়াও শিক্ষা বিভাগের শীর্ষাস্তরের কর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

গুয়াহাটি মহানগরে সিঙ্গাপুরের নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সুবার্ণা জুরং এর কর্পোরেট কার্যালয় উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

কলকাতা কেন্দ্রিক মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ গুয়াহাটি মহানগরের একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে সিঙ্গাপুরের নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সুবার্ণা জুরং। ইতিমধ্যে এই বহুজাতিক নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটি রাজ্য সরকারের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধভাবে মহানগরের বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে কাজ করছে। অবশেষে পাকাপাকি ভাবে সরকারের সঙ্গে অবিরত কাজকর্ম করার অভিপ্রায় গুয়াহাটি মহানগরে নিজেদের কর্পোরেট কার্যালয়ে স্থাপন করেছে সিঙ্গাপুরের বহুজাতিক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সুবার্ণা জুরং। মহানগরের দিশপুরে সুবার্ণা জুরং এর কর্পোরেট কার্যালয়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

প্রসঙ্গত গুয়াহাটি উত্তর গুয়াহাটি সংযোগী সেতু নির্মাণ সহ উত্তরপূর্বের বহু পরিকাঠামো মূলক প্রকল্পের সঙ্গে এই নির্মাণ প্রতিষ্ঠানটি জড়িত হয়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন সুবার্ণা জুরং মতো একটি বহুলজাতিক প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম বার উত্তরপূর্বে নিজেদের কর্পোরেট কার্যালয় স্থাপন করাটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গুয়াহাটি মহানগরে স্থাপন হয় কার্যালয়টি সম্পূর্ণ উত্তর পূর্বের জন্য অতি উল্লেখযোগ্য কার্যালয় হিসেবে পরিগণিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর অ্যাক্ট ইস্ট পলিসির মাধ্যমে দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সহযোগিতা এবং যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে গোটা উত্তর পূর্বের সাধারণ মানুষের জন্য উন্নত জীবনধারণের ক্ষেত্রে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়ে উঠবে। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানটিকে সব ধরনের সহায় সহযোগিতা করা হবে। অনুষ্ঠানের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময় তিনি বলেন সিঙ্গাপুরের বহুজাতিক নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সুবার্ণা জুরং এর কর্পোরেট কার্যালয়ে অসমের যথেষ্ট সংখ্যায় যুবকযুবতীরা নিযোগের সুবিধা পেয়েছেন। আগামী দিনগুলোতে রাজ্যে অধিক সংখ্যায় বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান এভাবে কার্যালয়ে স্থাপনের জন্য এগিয়ে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এর আগে সাধারণত বহুজাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো কলকাতায় কর্পোরেট কার্যালয় স্থাপন করে সেখান থেকে সারা উত্তর পূর্বে কাজ করার নজির রয়েছে। কিন্তু বর্তমান সময় পরিবর্তন হয়েছে। এবার এই প্রথা ভেঙ্গে নির্মাণ প্রতিষ্ঠান সুবার্ণা জুরং গুয়াহাটি মহানগরে নিজেদের কর্পোরেট কার্যালয় স্থাপন করেছে।

এদিনের অনুষ্ঠানে ভারতে স্থিত সিঙ্গাপুরের হাই কমিশনার সিমন রং, সুবার্ণা জুরং এর চিফ অপারেশন অফিসার ডক্টর উমা মহেশ্বরন, প্রতিষ্ঠানটির কার্যকারী সঞ্চালক এন্দ্রিঅ মেকিউন, মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান সচিব সমীর কুমার সিনহা, উদ্যোগ এবং বাণিজ্য বিভাগের সচিব ডঃ লক্ষণন এস সহ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের পদাধিকারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ট্রাম্পের 'গ্রেফতার' হওয়ার ছবি ভুয়া কিনা, কিভাবে বুঝবেন

নিউ ইয়র্ক ঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বা সংক্ষেপে এআই টুলস দিয়ে তৈরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কিছু ভুয়া ছবি গত সপ্তাহে সোশ্যাল মিডিয়ায় ব্যাপকভাবে দেখা গিয়েছে। ওই ছবিতে সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্টকে গ্রেফতার অবস্থায় দেখা যায়। পুরোপুরি ভুয়া ওই ছবিটি দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে মি. ট্রাম্প হয়তো এক নারীর মুখ বন্ধ রাখার জন্য তাকে ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করেছেন, যার সাথে তার পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল। অথচ মি. ট্রাম্পের বিরুদ্ধে এখনও এমন কোন অপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। যারা ওই ছবিটি শেয়ার করছেন তাদের মধ্যে অনেকেই অবশ্য বুঝতে পেরেছেন যে ছবিটি জাল, এবং তারা ওই ছবিটি দিয়ে আরও মানুষকে বোকা বানানোর চেষ্টা করেননি। কিন্তু এমনও অনেকে আছেন যারা এই ছবিটিকে আসল মনে করে বোকা বনেছেন। বৃহস্পতিবার, মি. ট্রাম্প তার নিজের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম 'ট্রুথ সোশ্যালে' একটি এআইজেনারেটেড ছবি শেয়ার করেছিলেন। সেখানে তাকে প্রার্থনায় নতজানু অবস্থায় দেখা যায়। এআইজেনারেটেড এসব ছবির অত্যাবশ্যক চিহ্নগুলো কী? এবং কিভাবে আপনি একটি আসল ছবি থেকে একটি নকল ছবি আলাদা করতে পারবেন?

উপরের এই ছবিটির মতো অনলাইনে ছড়িয়ে পড়া এমন অনেক ছবি দেখতে হাইপাররিয়েল বা অতিবাস্তব - অর্থাৎ ছবিটিকে কোন আকস্মিক মুহূর্তে তোলা ফটোগ্রাফি মনে হবে না। বরং মনে হবে সাজানো শৈল্পিক শটের মতো খুব পরিকল্পনা করে ছবিটি তোলা হয়েছে।

এবং আরও মনোযোগ দিয়ে দেখলে কিছু সুস্পষ্ট কিছু বিষয় ধরা দেবে। যা দেখে আন্দাজ করা যাবে যে ছবিতে কিছু ঝামেলা আছে। ছবিটির মাঝামাঝি অংশে তাকান। মি. ট্রাম্পের হাতটি খুব ছোট, এবং বাম দিকের পুলিশ কর্মকর্তা এমনভাবে সেই হাত ধরছেন যা দেখে মনে হচ্ছে যেন নখরযুক্ত প্রাণী কিছু ধরার চেষ্টা করছে। একইভাবে, আপনি যদি মি. ট্রাম্পের ঘাড়ের অংশে লক্ষ্য করেন, আপনি লক্ষ্য করবেন যে তার মাথাটি যেন এটি ছবির ওপর কেটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এআই বিশেষজ্ঞ এবং বিবিসি রেডিও সিরিজ 'দ্য ফিউচার উইল বি সিন্থেসাইজডের' উপস্থাপক হেনরি আজডার বলেছেন, বর্তমান প্রযুক্তি শরীরের কিছু নির্দিষ্ট অংশ বিশেষ করে হাতের অংশটি খুব নিখুঁতভাবে চিত্রিত করতে সক্ষম নয়। আপনি যদি ছবিগুলো বড় করে বা জুম করে দেখেন তাহলে আপনি প্রায়শই আঙ্গুলের সংখ্যায় অসঙ্গতি পাবেন, তিনি বলেছেন।

যদি মি. ট্রাম্প কোন অভিযোগে অভিযুক্ত হন বা যখন অভিযুক্ত হবেন, তখন তার গ্রেপ্তারের খবর সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যমের শিরোনাম হবে। সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট যদি পুলিশের হাত থেকে কোনোভাবে পালিয়ে যেতেন তাহলে গণমাধ্যমে এ নিয়ে কেমন তোলপাড় হবে আপনি নিশ্চয়ই ধারণা করতে পারছেন। কয়েকটি নিউজ সাইট যাচাই করলে সহজেই নিশ্চিত হতে পারবেন যে মি. ট্রাম্পকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, এমনকি অভিযুক্তও করা হয়নি - অন্তত এখনও নয়। সেইসাথে এই ছবিটি কোন কারণের ওপর ভিত্তি করে শেয়ার করা হয়েছে, সেটা নিয়েও চিন্তা করা যেতে পারে। কে বা কারা শেয়ার করেছে এবং তাদের উদ্দেশ্য কি? মি. আজদার বলেন, মানুষ প্রায়শই তাদের রাজনৈতিক প্রচার প্রসারে নানা ধরণের ছবি শেয়ার করে থাকে। অনেক সময় তারা যাচাই করে না, যে ছবিটা তারা শেয়ার করছে সেটা আসল নাকি নকল। তিনি বলেন, আমাদের কাছে মিথ্যার মাধ্যমে বিভ্রান্তি ছড়ানোর এমন অনেক বিরূপ উদাহরণ রয়েছে। যেমন ন্যান্সি পেলোসির ভয়েস রেকর্ডিংয়ের গতি কমিয়ে দেয়া হয়েছে যেন তার কথা শুনতে মাতালের মতো লাগে। এটি ছিল মিথ্যা রটানোর একটা বড় উদাহরণ এবং এটি বিশ্বাস করে অনেকেই বোকা বনেছেন আবার অনেকে বিশ্বাস করতে চেয়েছেন।

ছবিগুলো আরও কাছে থেকে মনোযোগ দিয়ে দেখলে আরও কিছু সন্দেহজনক বিবরণ প্রকাশ পেতে পারে। অপ্রাকৃত ত্বকের গঠন এবং চামড়ার রং দেখে মনে হবে যেন মোমের পুতুল, মুখের চামড়ার দাগ ছোপ ঝাপসা করে মসৃণ করে ফেলা হয়েছে। এসব বৈশিষ্ট্য শক্তিশালী ইঙ্গিত দেয় যে ছবিটি জাল। উপরের ছবির মাঝামাঝিডানদিকে ঝাপসা মুখের একজন ব্যক্তিকে দেখা যাচ্ছে। এবং মি. ট্রাম্পের চুল ঝাপসা দেখাচ্ছে, যেখানে কিনা তার মুখ একদম স্পষ্ট। এআই প্রযুক্তি এখনও মানুষের চোখ নিখুঁতভাবে চিত্রায়ন আয়ত্ত করতে পারেনি। উপরের ছবিতে, পুলিশ কর্মকর্তারা মিঃ ট্রাম্পকে তাড়া করছেন বলে মনে হচ্ছে - কিন্তু তারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে তাকাচ্ছেন। এবং পেছনের মানুষেরা তাকে ধাওয়া করা সত্ত্বেও বেশিরভাগই ফোকাসে আছে বা তাদের মুখাবয়ব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

বেলের ব্যাটারি শেষ, জ্বলেনি আলো, রানআউট হয়েও বাঁচলেন শ্রীলঙ্কার ব্যাটসম্যান

অকল্যান্ড (ওয়েবডেস্ক) ঃ ঘটনাটা অদ্ভুতই! শনিবার অকল্যান্ডে নিউজিল্যান্ডশ্রীলঙ্কা সিরিজের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যেটির পর এসংক্রান্ত আইন বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

শ্রীলঙ্কার চামিকা করুনারত্নে রানআউট হয়েও বেঁচে যান স্টাম্পবেলসের ব্যাটারি শেষ হয়ে যাওয়ায়। করুনারত্নে তাঁর ব্যাটিং সঙ্গী লাহিরু কুমারার ডাকে একটি বলে দ্বিতীয় রান নিতে গিয়েছিলেন। নিউজিল্যান্ডের ফিল্ডাররা বল ধরে থ্রো করেছিলেন স্টাম্প ভাঙতে। কিন্তু স্টাম্প ভাঙলেও বেলের আলো না জ্বলায় আউট হননি করুনারত্নে।

সেই মুহূর্তের ভিডিও ফুটেজে দেখা গেছে ব্লেয়ার টিকনারের থ্রো যখন স্টাম্প ভেঙে দেয়, তখন বেলসের আলো জ্বলেনি। সে হিসেবে তৃতীয় আম্পায়ার করুনারত্নেকে আউটই দেননি। করুনারত্নে অবশ্য ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা দিয়েছিলেন, স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু আম্পায়ার তাঁকে ফেরান। যদিও এই সময় নিউজিল্যান্ডে ক্রিকেটাররা প্রতিবাদ জানাচ্ছিলেন। সেই সময়ে ধারাভাষ্যে থাকা নিউজিল্যান্ডের সাবেক ক্রিকেটার ক্রেগ ম্যাকমিলান বলেছেন, তিনি নাকি পুরো ব্যাপারটি বুঝতে পারছেন না। ব্যাটসম্যান ক্রিজের বাইরে, ফিল্ডারের থ্রোতে সেই প্রান্তের স্টাম্প ভেঙে গেছে, তবুও নট আউট হয় কীভাবে!

'অদ্ভুত! একটা ব্যাটারি আপনার বারোটা বাজিয়ে দেবে। তবে আলো না জ্বললেও স্টাম্প থেকে বেল আলাদা হয়েছে, এটা পরিষ্কার! ব্যাটসম্যানও তো ড্রেসিংরুমের দিকে হাঁটা দিয়েছিল। সে বুঝেছিল, সে আউট। পরে তাকে ডেকে ফেরানো হলো কেন, এই সিদ্ধান্তটা বুঝতে পারছি না'ম্যাকমিলানের মন্তব্য।

সেই রানআউট না পেলেও ম্যাচটা অবশ্য বিরাট ব্যবধানেই জিতেছে নিউজিল্যান্ড। প্রথমে ব্যাটিং করে নিউজিল্যান্ডের ২৭৪ রানের জবাবে লঙ্কানরা গুটিয়ে গেছে মাত্র ৭৬ রানেই। অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস, চামিকা করুনারত্নে আর লাহিরু কুমারা ছাড়া দুই অঙ্ক ছুঁতে পারেননি কোনো লঙ্কান ব্যাটসম্যানই।

বাংলাদেশের কাছে হেরে মন খারাপ সাবেক চেলসি ডিফেন্ডারের

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক) ঃ আগের বিকেলে বাংলাদেশের কাছে হেরেও আনন্দেই কাটছে সেশেলস জাতীয় দলের ফুটবলারদের সময়। আজ সকালে সিলেট উপশহরে টিম হোটেলে গিয়ে দেখা গেল, ভারত মহাসাগরের দ্বীপ দেশটির ফুটবলারদের মন মোটেও খারাপ নয়। কেউ কেউ কানে হেডফোন লাগিয়ে নাচছেন। কেউ সময়টা নিজের মতো করে কাটাচ্ছেন। সময় সময় সেশেলস ফুটবলের উচ্চস্বর ভেসে আসছিল লবিতে। তবে একজনকে একটু ব্যতিক্রমই মনে হলো মাইকেল মানসিয়ানেকে। কিছুটা চুপচাপ, হইচইয়ের মধ্যে নেই। 'বাংলাদেশের কাছে হারটা ঠিক হলো না আমাদের। অন্তত ড্র করতে পারতাম। সেটা না হওয়ায় মন খারাপ লাগছে', বলছিলেন মানসিয়ানে। এই দলের 'মহাতারকা' তিনি। জার্মানির হামবুর্গে খেলেছেন। এখন তাঁর ঠিকানা ইংল্যান্ডের ডিভিশন ওয়ানের বার্টন আলবিয়ন এফসি। তবে এসব তথ্য তাঁকে ঠিকঠাক তুলে ধরছে না। মানসিয়ানের মূল পরিচয় চেলসির মতো দলে খেলেছেন! ১৯৯ ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের দলে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে খেলা ফুটবলার। ভাবা যায়! কিছুটা অবিশ্বাস্যই শোনায় মানসিয়ানের গল্পটা। হোটেল লবিতে বসে প্রথম আলোকে এই ডিফেন্ডার বলে চলেন, 'সম্ভবত ২০০৯ সালে চেলসির মূল দলের জার্সিতে অভিষেক হয় আমার, সেটি ছিল এফএ কাপে ওয়াটফোর্ডের বিপক্ষে। ম্যাচটা ১-১। জন টেরি তখন চেলসিতে খেলেন। চেলসির সিনিয়র দলে পাঁচছয়টি (আসলে চারটি) ম্যাচ খেলা হয়েছে আমার। চেলসির হয়ে চ্যাম্পিয়নস লিগেও খেলেছি।' ইংল্যান্ডের অনূর্ধ্ব১৬, ১৭, ১৮, ১৯ ও ২১ দলে খেলেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন ইংল্যান্ড জাতীয় দলে খেলার। স্বপ্ন পূরণের কাছেও চলে গিয়েছিলেন। জার্মানির বিপক্ষে একটি ম্যাচে ডাক পান মূল জাতীয় দলে। এরপর কী হলো, বললেন মানসিয়ানে, 'সে ম্যাচে আমি... বেঞ্চে ছিলাম। ফলে ইংল্যান্ডের হয়ে খেলা হয়নি আমার। এই আফসোসটা আমার সব সময় থেকেই যাবে।'

গার্দিওলা পাত্তা দেননি বলেই রিয়াল মাদ্রিদকে বেছে নিয়েছিলেন ওজিল

বার্লিন ঃ জাতীয় দল থেকে অবসর নিয়েছিলেন ২০১৮ বিশ্বকাপের পরই। কয়েক দিন আগে পেশাদার ফুটবলকেও বিদায় বলে দিয়েছেন মেসুত ওজিল। আপাতত কিছুদিন তাঁর ফুটবলহীন জীবন। তবে সেই জীবনেও ফুটবল নিয়ে কথা বলতে হচ্ছে তুরস্কের বংশোদ্ভূত এই জার্মান ফুটবলারকে।

এই যেমন দুই দিন আগেই স্প্যানিশ ক্রীড়া দৈনিক মার্কার সঙ্গে এক দীর্ঘ সাক্ষাৎকারে নিজের খেলোয়াড়ি জীবনের স্মৃতিচারণা করেছেন রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক মিডফিল্ডার।

সেখানেই শুনিয়েছেন বার্সেলোনার খেলার ধরন পছন্দ হওয়ার পরও তিনি কীভাবে মাদ্রিদের খেলোয়াড় হয়ে গেলেন, সেই গল্প। বার্সেলোনার তখনকার কোচ পেপ গার্দিওলার অবহেলা আর রিয়াল মাদ্রিদের তখনকার কোচ জোসে মরিনিওর কাছ থেকে পাওয়া সম্মানই নাকি তাঁর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করে দিয়েছিল।

২০১০ বিশ্বকাপে দুর্দান্ত পারফর্ম করেই বড় ক্লাবগুলোর চোখে পড়েন সেই সময়ে ভেরডার ব্রেমেনে থাকা ওজিল। তাঁকে পাওয়ার দৌড়ে নেমেছিল রিয়াল মাদ্রিদ, বার্সেলোনা ও আর্সেনালের মতো ক্লাব।

শেষ পর্যন্ত ওজিল কিসের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, সেই গল্পটা শোনা যাক তাঁর মুখ থেকেই, 'শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল, আমাকে রিয়াল মাদ্রিদ ও বার্সেলোনার মধ্যে একটা ক্লাব বেছে নিতে হবে। টাকাপয়সা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার মতো কিছু ছিল না। আমি ঠিক করলাম, দুটি ক্লাবই ঘুরে

দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেব। সেই সময় জোসে মরিনিওই ব্যবধানটা গড়ে দিলেন। রিয়াল মাদ্রিদে যাওয়ার পর তিনি আমাকে ভিআইপির সম্মান দিয়ে সব ঘুরিয়ে দেখালেন। আমি অসাধারণ স্টেডিয়ামটা দেখলাম, রিয়াল যত ট্রফি জিতেছে সব দেখলাম। ওসব দেখে আমার রোমাঞ্চকর অনুভূতি হলো। যেখানে বার্সেলোনায় সফরটা ছিল খুবই হতাশাজনক। পেপ গার্দিওলার সময়ই হয়নি আমার সঙ্গে দেখা করার।'

গার্দিওলার এই অবহেলার কারণেই বার্সার ওপর থেকে মন উঠে গিয়েছিল বলে জানিয়েছেন ওজিল, 'ওই সফরের আগে আমার বার্সার খেলার ধরন খুব পছন্দ ছিল। আমিও ভেবেছিলাম, ওখানেই যোগ দেব। কিন্তু জোসে মরিনিও আমার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটা সহজ করে দিলেন। ওই সফরের পর আমি শতভাগ নিশ্চিত হয়ে গেলাম, আমি মাদ্রিদিস্তাই হতে চাই।'

শুধু রিয়াল মাদ্রিদে কীভাবে যোগ দিলেন, এই স্মৃতিচারণাই নয়, ওজিল বলেছেন রিয়াল মাদ্রিদে সেই সময়ে তাঁর সবচেয়ে প্রিয় সতীর্থর নামও। সেই নামটা অবশ্য খুবই অনুমেয়ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এমনকি রোনালদোকে সর্বকালের সেরা বলেই মনে করেন তিনি, 'ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর সঙ্গে খেলাটা এত আনন্দদায়ক ছিল আমার জন্য! আমার চোখে সেই সর্বকালের সেরা খেলোয়াড়। মাঠে আমাদের বোঝাপড়া এত চমৎকার ছিল, একেবারে নিখুঁত।'

সর্বকালের সেরা হিসেবে তো রোনালদোর নাম বললেন, 'লিওনেল মেসি'র নামটাও এল ওজিল অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে। সেই প্রশ্নটা ছিল, 'যাদের বিপক্ষে খেলেছেন, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কঠিন প্রতিপক্ষ ছিল কে?' উত্তরটা পাওয়ার পর আবার তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'কেন?'

এবার ওজিলের উত্তর, 'আমার মনে হয়, সবাই জানে, কেন!'

যে ৪ কারণে মরক্কোর কাছে হেরেছে ব্রাজিল

ব্রাজিল ঃ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে হতাশাজনক বিদায়ের পর এই প্রথম খেলতে নেমেছিল ব্রাজিল দল। কিন্তু তাঞ্জিয়ারে বাংলাদেশ সময় আজ ভোররাতে বিশ্বকাপে চমক জাগানো মরক্কোর বিপক্ষে শেষ পর্যন্ত পেরে ওঠেনি নেইমারসিলভাবিহীন ব্রাজিল। আশরাফ হাকিমিইয়াসিন বুনুদের কাছে ২-১ গোলে হেরে গেছে পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা মরক্কোর কাছে ব্রাজিলের এই হারকে অবশ্য অঘটন বলার সুযোগ নেই। পূর্ণকালীন কোচ না পাওয়া এবং নেইমারবিহীন ছন্নছাড়া তরুণ ব্রাজিল দলকে বিবেচনায় নিলে যোগ্য দল হিসেবেই জিতেছে মরক্কো। ব্রাজিলের হারের মূল কারণগুলো দেখে নেওয়া যাক এবার।

বিশ্বকাপ শেষে তিতের বিদায়ের পর থেকে নতুন কোচের সন্ধানে আছে ব্রাজিল। কিন্তু বিশ্বকাপের তিন মাস পেরিয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত নতুন কোচ

আনতে পারেনি তারা। একেক সময় একেক নাম সামনে এলেও শেষ পর্যন্ত কাউকে খুঁজে নিতে পারেনি ৫ বারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

এর মধ্যে দেশি কোচ নাকি বিদেশি কোচসেই তর্কেও ইতি টানতে পারছেন না ব্রাজিলিয়ানরা। একপর্যায়ে কোচ হিসেবে রিয়াল মাদ্রিদের কার্লো আনচেলত্তির নামও শোনা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটিও হয়নি। এ কারণে ভারপ্রাপ্ত কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রামন মেনেজেসকে। মরক্কোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচের আগে খুবই অল্প সময় পেয়েছেন তিনি। এই অল্প সময়ে মেনেজেস যে দলকে ঠিকঠাক গুছাতে পারেননি তা ব্রাজিলের পারফরম্যান্সই স্পষ্ট।

বিশ্বকাপ থেকে হতাশাজনক বিদায়ের পর ব্রাজিলের তরুণ দলকে উজ্জীবিত করতে পারত নেইমারথিয়াগো সিলভাদের মতো শীর্ষ তারকাদের উপস্থিতি। কিন্তু চোটের কারণে নেইমারকে এ ম্যাচে পায়নি ব্রাজিল। ছিলেন না অভিজ্ঞ থিয়াগো সিলভাও। তাঁদের না থাকা দলের আত্মবিশ্বাসে ফাটল ধরানোর পাশাপাশি পারফরম্যান্সের গ্রাফকেও নিচের দিকে নামিয়েছে। আক্রমণভাগে নেইমারের অনুপস্থিতি ছিল স্পষ্ট। আর রক্ষণে ভুগিয়েছে সিলভার মতো অভিজ্ঞ কারও না থাকা।

মরক্কোর বিপক্ষে এ ম্যাচে পাঁচ তরুণ ফুটবলারের অভিষেক হয়েছে ব্রাজিল দলে। কিন্তু এই তরুণেরা নিজেদের প্রথম ম্যাচে সেভাবে জ্বলে উঠতে পারেননি। নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাবও ছিল স্পষ্ট। এ ম্যাচে চোখ ছিল পালমেইরাসের তরুণ ফরোয়ার্ড রনির ওপর। কিন্তু মাঝেমধ্যে কিছু ঝলক দেখা গেলেও সেভাবে মন ভরাতে পারেননি ২৭ বছর বয়সী রনি। রাইটব্যাক হিসেবে খেলা এমারসন রয়্যালও সেভাবে জ্বলে উঠতে পারেননি। সোফিয়ান বুফালের গোলটিতেও নিজের কাজটা ঠিকঠাক পালন করতে পারেননি এমারসন। ১৮ বছর বয়সী মিডফিল্ডার আন্দ্রে সান্তোসও প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেননি। সব মিলিয়ে তরুণদের ব্যর্থতা ব্রাজিলের হারের অন্যতম কারণ।

বিশ্বকাপে নিজেদের সেরাটা উজাড় করে দিয়েছিল মরক্কো। সবাইকে চমকে দিয়ে আফ্রিকার প্রথম দল হিসেবে খেলেছে বিশ্বকাপের সেমিফাইনালেও। নিজেদের সেই আত্মবিশ্বাস ব্রাজিলের বিপক্ষেও ফিরিয়ে এনেছে তারা। আক্রমণে যাওয়া কিংবা রক্ষণ সামলানোদুই জায়গাতেই দাপুটে ফুটবল খেলেছে মরক্কো। আর মরক্কোর এই আত্মবিশ্বাসী ফুটবলও বাড়তি চাপে ফেলেছে ব্রাজিলকে, যে চাপ শেষ পর্যন্ত জয় করতে পারেনি তারা।

মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশকে কেন ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল?

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ ঃ সত্তরের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও শেখ মুজিবকে সরকার গঠনে আহ্বান করার পরিবর্তে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা করেন। প্রতিবাদে শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। পরিণতিতে ২৫ শে মার্চ রাতে গণহত্যা চালায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং শুরু হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ।

গণহত্যা শুরুর পর সামরিক বাহিনী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর বাঙালি সদস্য এবং তরুণ দেশপ্রেমিকেরা স্থানীয়ভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন।

এর মধ্যে ১৯৭১ সালের ৪ঠা এপ্রিল সামরিক বাহিনীর বাঙালি কর্মকর্তারা সিলেটের তেলিয়াপাড়া চা বাগানে এক বৈঠকে মিলিত হন। সেখানেই প্রণীত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের প্রথম রণকৌশল, যা তেলিয়াপাড়া স্ট্র্যাটেজি নামে পরিচিত। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাসহ মোট ২৭ জন সেনা কর্মকর্তা ওই বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন।

'বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র' বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে, ১৯৭১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর পাঁচটি বাঙালি রেজিমেন্ট ছিল।

এর মধ্যে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ ও অষ্টম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট গণহত্যার আগে থেকেই বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ করে এবং প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করে।

বেঙ্গল রেজিমেন্টের বাইরে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টারে প্রশিক্ষণরত সেনা সদস্যসহ সেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটে কর্মরত বাঙালি সেনাদের বড় অংশ পালিয়ে এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন।

অসংগঠিত ও বিচ্ছিন্নভাবে শুরু হওয়া এই প্রতিরোধযুদ্ধকে সংগঠিতভাবে পরিচালনা করার জন্য তেলিয়াপাড়া বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল।

সেখানে সিদ্ধান্ত হয় এম এ জি ওসমানী যুদ্ধে নেতৃত্ব দেবেন এবং বাংলাদেশকে চারটি সামরিক অঞ্চলে ভাগ করে সশস্ত্র যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া হবে।

এর দায়িত্ব দেয়া হয় চারজন সিনিয়র কমান্ডারকে।

ওই বৈঠকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বাহিনী সম্পর্কিত সাংগঠনিক ধারণা এবং কমান্ড কাঠামোর রূপরেখা প্রণীত হয়। এপ্রিলের ১০ তারিখে শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপতি, সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপরাষ্ট্রপতি এবং তাজউদ্দিন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার তথা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়।

তারপর আরও চারটি সামরিক অঞ্চল ঘোষণা করে সেগুলোর সেক্টর কমান্ডারদের নাম ঘোষণা করেন তাজউদ্দিন আহমদ।

সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের মহাসচিব হারুন হাবীব বলেন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তার বেতার ভাষণে জানান, বিভিন্ন অঞ্চলে আটজন সেনা কর্মকর্তার নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে এতে যুদ্ধের গতি আরও বেড়ে যায়।

তিনি বলেছেন, মুক্তিযুদ্ধের শুরুটা যখন হয় তখনতো কোন সেক্টর, অস্ত্রপাতি ছিলো না। মুক্তিযুদ্ধের সরকার অর্থাৎ মুজিবনগর সরকার গঠিত হবার পর দেশের বিভিন্ন জায়গায় পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে বাঙ্গালির প্রতিরোধ যুদ্ধ সুসংগঠিত করার চেষ্টা করলো।

এর মধ্যে ১১ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদে প্রথম বেতার ভাষণ দিলেন মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি দেশবাসিকে জানানোর জন্য, তাতে চারজন আঞ্চলিক অধিনায়কদের কথা বললেন, যাদের নেতৃত্বে যুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছে।

যুদ্ধে বড় ভূমিকা ছিল সাধারণ মানুষ ও গেরিলা যোদ্ধাদের, যাদের অনেকেই কোন সেক্টরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।

কলকাতায় সম্মেলনে ১১টি সেক্টর গঠনের সিদ্ধান্ত

উনিশশ একাত্তর সালের ১১ই জুলাই থেকে ১৭ই জুলাই পর্যন্ত কলকাতাস্থ ৮ নং থিয়েটার রোডের প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সদর দপ্তরে সেক্টর কমান্ডার এবং উর্ধ্বতন সামরিক কর্মকর্তাদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ বাহিনীর নেতৃত্ব, সংগঠন, প্রশিক্ষণ, অভিযান, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা শেষে মোট চারটি

সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল সেখানে।

সেসব সিদ্ধান্তের মধ্যে প্রধানতম ছিল সুষ্ঠুভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা, এবং প্রতি সেক্টরের জন্য একজন করে সেক্টর কমান্ডার নিযুক্ত করা হয়।

পাশাপাশি প্রতিটি সেক্টরকে অঞ্চল ভেদে ভাগ করা হয় কয়েকটি সাব সেক্টরে।

'সেক্টরগুলো প্রধানত যুদ্ধের কৌশল ভেবে করা হয়েছিল'

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে লড়াই করার জন্য পর্যাপ্ত অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম এদেশের মানুষের কাছে ছিল না।

এমন অবস্থায় স্বাধীনতা যুদ্ধ চালিয়ে নেওয়ার জন্য বিভিন্ন রণকৌশল গ্রহণ করতে হয়েছিল।

আর পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করে ফেলা ছিল এসব রণকৌশলেরই একটি অংশ।

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখক ও ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলেছেন, সেক্টরগুলো প্রধানত যুদ্ধের কৌশল ভেবে করা হয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ হয়েছিল বেসামরিক সরকারের অধীনে ও নেতৃত্বে। তারাই ঠিক করেছিলেন অবশ্যই সমরবিদদের নিয়ে কীভাবে সারাদেশে যুদ্ধটা করবেন। সেই কৌশল নিয়ে তারা সারা দেশকে ১১টা সেক্টরে ভাগ করেছিলেন বলেন তিনি।

সেক্টর কমান্ডার্স ফোরামের মহাসচিব হারুন হাবীব বলেছেন, সেক্টর ভাগ করার পর যুদ্ধের গতি বেড়ে গিয়েছিল।

তিনি বলেছেন, মার্চের শেষদিক থেকে জুলাই পর্যন্ত যুদ্ধ পরিকল্পনা অনুযায়ী চলেছে। এর মধ্যে যুদ্ধে ভারতের বিভিন্ন অংশে মুক্তিবাহিনীর ট্রেনিং চলছিল, এবং ভারতীয় অংশ থেকে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করা হচ্ছিল।

কিন্তু যখন সেক্টরগুলা গঠন করা হয়, তখন থেকে যুদ্ধের গতি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

মি. হাবীব মনে করেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল ছোট ছোট ভাগ করার কারণে প্রশাসনিক এবং সামরিক কর্মকাণ্ড ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়।

সেক্টর কমান্ডার নির্ধারণ করা হয়েছিল কিসের ভিত্তিতে?

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক লেখক ও ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুন বলছেন, সেক্টর কমান্ডার নির্বাচন করা হয়েছিল তাদেরই যারা সেসময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন ।

তিনি বলছিলেন, পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন তারা এবং তাদের মধ্য থেকে বাছাই করে যারা সিনিয়র ও অভিজ্ঞ তাদেরই মূলত ১১টি সেক্টরের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল।

প্রথমদিকে সেক্টরগুলো সীমান্ত এলাকা বরাবর কাজ করেছে।

যখন মূল যুদ্ধ শুরু হলো যৌথ বাহিনীর সাথে, তখন তারা একটা বড় ভূমিকা রেখেছেন।

তবে সেক্টর কমান্ডার বা অধিনায়ক নির্বাচন সেসময় একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধে সেক্টর কমান্ডার সকলেই ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার।

হারুন হাবীব বলেছেন, সেই সময় অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় বেঙ্গল রেজিমেন্টের সবাই হয়তো যোগ দিয়েছিলেন।

কিন্তু পাকিস্তানে যারা ছিলো তারা যোগ দিতে পারেনি। অনেকে আবার যোগ দেয়ওনি। কাজেই অধিনায়ক এর একটা বড় সমস্যা দেখা দিয়েছিলো সেই তখন, বলেন তিনি।

তিনি আরো বলেছেন, ব্রিগেডিয়ার, কর্ণেল তখন ছিলোই না যারা মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করেছিলো। মুলত মেজর র‍্যাঙ্কের যারা ছিলেন তারাই মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন সেক্টর নেতৃত্ব দিয়েছেন।

এভেইলেবল যেসব মেজর এবং ক্যাপ্টেন সাহেবরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে ডিসাইড করে মুক্তিযুদ্ধে জয়েন করেছিলেন, তাদেরকেই কিন্তু দায়িত্ব দেয়া হয়েছিলো। পরের দিকে অবশ্য অনেকেই পালিয়ে এসেছেন যারা পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন, বলছিলেন সেক্টর কমান্ডারস ফোরামের মি. হাবীব।

'জেড ফোর্স', 'এস ফোর্স' ও 'কে ফোর্স' গঠন

মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা নিয়মিত ও অনিয়মিত দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অনিয়মিত বাহিনী গণবাহিনী নামে পরিচিত ছিল।

নিয়মিত বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের সৈন্যরা।

এর বাইরে ছাত্র, কৃষক, শ্রমিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের প্রাথমিক প্রশিক্ষণের পর বিভিন্ন সেক্টরে গণবাহিনীতে নিযোগে করা হতো।

গণবাহিনীর সদস্যদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে শত্রুর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য পাঠানো হয়।

নিয়মিত বাহিনীর সদস্যরা সশস্ত্রবাহিনীর প্রথাগত যুদ্ধে নিয়োজিত ছিলেন।

'জেড ফোর্স' নামে পরিচিত নিয়মিত বাহিনীর প্রথম ব্রিগেডটি জুলাই মাসে গঠিত হয়। ব্রিগেডটি ১ম, ৩য় এবং ৮ম ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট নিয়ে গঠিত হয়।

'এস ফোর্স' নামে পরিচিত দ্বিতীয় নিয়মিত ব্রিগেডটি দ্বিতীয় ও একাদশ ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সৈনিকদের নিয়ে অক্টোবরে গঠিত হয়। এ ব্রিগেডের অধিনায়ক ছিলেন মেজর কেএম সফিউল্লাহ।

মেজর খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে 'কে ফোর্স' গঠিত হয় ৪র্থ, ৯ম এবং ১০ম ইস্ট বেঙ্গলের সদস্যদের নিয়ে।

পাকিস্তানি সেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর পাশাপাশি আরও অনেক বাহিনী সংগঠিত হয়।

এ সকল বাহিনীর মধ্যে টাঙ্গাইলের কাদেরিয়া বাহিনী, সিরাজগঞ্জের লতিফ মির্জা বাহিনী, ঝিনাইদহের আকবর হোসেন বাহিনী, ফরিদপুরের হেমায়েত বাহিনী, বরিশালের কুদ্দুস মোল্লা বাহিনী ও গফুর বাহিনী এবং ময়মনসিংহের আফসার বাহিনী ও আফতাব বাহিনী উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যুদ্ধে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন সাধারণ মানুষ ও গেরিলা যোদ্ধারা। যাদের অনেকেই হয়তো সেক্টরের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলছেন, সেক্টর কমান্ডাররা মূলত মুজিবনগর সরকারের অধীনে থেকে কাজ করেছেন। সেখানে যারা ছিলেন যোদ্ধা তাদেরকে নিয়ে তারা কাজ করেছেন, তাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করেছেন। আলাদাভাবে কোনও সেক্টরের গুরুত্ব চিহ্নিত করা যাবে না।

তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমন্বিত একটা ব্যাপার। সবাই মুক্তিযুদ্ধ করতে গিয়েছিলেন এর মধ্যে দুই ধরনের মানুষ ছিলেন। একটা হচ্ছে যারা পাকিস্তান সেনাবাহিনী বা অন্য কোনও নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে যারা যুক্ত ছিলেন, যেমন পুলিশ হতে পারে সীমান্ত রক্ষী হতে পারে।

আরেকটা হচ্ছে নিছক ছাত্র কৃষক জনতার একটা অংশ। তারা গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু তাদের মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করতে বলেছেন। এবং তারা দেশ স্বাধীন করতে গিয়েছিলেন। পুরস্কারের আশায় তারা যান নাই।

এই স্বতস্ফূর্ততা, দেশপ্রেম দেশকে মুক্ত করার ব্যাপার, এটাই তাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল - বলছিলেন অধ্যাপক মামুন।

যুদ্ধে তাদের সুযোগ সুবিধা কম ছিল, অস্ত্রের তেমন যোগান ছিল না।

অধ্যাপক মুনতাসীর মামুন বলেছেন 'সেক্টর ভাগ করা হয়েছে যুদ্ধের জন্য। সেক্টর কমান্ডাররা যেহেতু পেশাদার সেনাবাহিনীতে ছিলেন, তারা সেজন্য নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ফেনী নদী থেকে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, রাঙামাটি এবং ফেনী পর্যন্ত ছিল 'সেক্টর নং ১'। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান এবং জুন থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত কমান্ডার ছিলেন মেজর রফিকুল ইসলাম। আর এই সেক্টরকে পাঁচটি সাব সেক্টরে বিভক্ত করা হয়েছিল।

সেক্টর নং ২

ঢাকা, কুমিল্লা, আখাউড়া ভৈরব, নোয়াখালী ও ফরিদপুরের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'সেক্টর নং ২'। এপ্রিল থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর খালেদ মোশাররফ এবং অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেজর এটিএম হায়দার। এই সেক্টরে ৬টি সাব সেক্টর ছিল।

সেক্টর নং ৩

হবিগঞ্জ, আখাউড়া ভৈরব রেললাইন থেকে পূর্ব দিকে কুমিল্লা জেলার অংশবিশেষ এবং কিশোরগঞ্জ এবং ঢাকার কিছু অংশ ছিল 'সেক্টর নং ৩' এর আওতায়। এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এ সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর কেএম শফিউল্লাহ। সেপ্টেম্বর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন মেজর এএনএম নুরুজ্জামান। আর এই সেক্টরে ছিল ৭টি সাব সেক্টর।

সেক্টর নং ৪

সিলেট জেলার অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত হয়েছিল 'সেক্টর নং ৪'। এই সেক্টরেও ছিল ৬টি সাব সেক্টর। মে থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর সিআর দত্ত (পরে মেজর জেনারেলা) এবং পরে ক্যাপ্টেন এ রব।

সেক্টর নং ৫

বৃহত্তর ময়মনসিংহের সীমান্তবর্তী অঞ্চল এবং সিলেট জেলার অংশ বিশেষ নিয়ে 'সেক্টর নং ৫' গঠিত হয় । মেজর মীর শওকত আলী ছিলেন সেক্টর কমান্ডার। এই সেক্টরকেও ৬টি সাব সেক্টরে ভাগ করা হয়ছিল।

সেক্টর নং ৬

দিনাজপুরের ঠাকুরগাঁও মহাকুমা এবং ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্তী অঞ্চল ব্যতীত সমগ্র রংপুর নিয়ে গঠিত হয় 'সেক্টর নং ৬'। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন উইং কমান্ডার এমকে বাশার। এই সেক্টরে ছিল ৫টি সাব সেক্টর।

সেক্টর নং ৭

রাজশাহী, পাবনা, ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরবর্তী এলাকা ব্যতীত সমগ্র বগুড়া, দিনাজপুরের দক্ষিণ অঞ্চল এবং রংপুরের কিছু অংশ ছিল 'সেক্টর নং ৭' এর অন্তর্ভুক্ত। সেক্টর কমান্ডার ছিলেন তিনজন মেজর নাজমুল হক, সুবেদার মেজর এ রব ও মেজর (পরে লে. কর্নেল) কাজী নুরুজ্জামান। এই সেক্টরে ছিল ৯টি সাব সেক্টর।

সেক্টর নং ৮

কুষ্টিয়া, যশোর, দৌলতপুর সাতক্ষীরা সড়ক পর্যন্ত খুলনা জেলা ও ফরিদপুরের কিছু অংশ ছিল 'সেক্টর নং ৮' এর অন্তর্ভুক্ত। এপ্রিল থেকে আগস্ট পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর (পরে লে.কর্নেল) আবু ওসমান চৌধুরী ও আগস্ট থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মেজর (পরে মেজর জেনারেল) এম এ মঞ্জুর। এই সেক্টরে ছিল ৭টি সাব সেক্টর।

সেক্টর নং ৯

পটুয়াখালী, বরিশাল ও খুলনার কিছু অংশ নিয়ে গঠিত হয় 'সেক্টর নং ৯'। ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর এম এ জলিল এবং তারপর মেজর জয়নাল আবেদীন। এছাড়াও অতিরিক্ত দায়িত্বে ছিলেন মেজর এম এ মঞ্জুর। এই সেক্টরে ছিল ৩টি সাব সেক্টর।

সেক্টর নং ১০

সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চল, নৌ কমান্ডো ও আভ্যন্তরীন নৌপরিবহন ছিল 'সেক্টর নং ১০' এর অধিনে। এ সেক্টরে নৌ কমান্ডোরা যখন যে সেক্টরে মিশনে নিয়োজিত থাকতেন, তখন সে সেক্টরের কমান্ডারের নির্দেশে কাজ করতেন। এই সেক্টরে কোনো সাব সেক্টর ছিল না এবং ছিল না নিয়মিত কোনো সেক্টর কমান্ডার। প্রধান সেনাপতির নিয়ন্ত্রণাধীন বিশেষ বাহিনী ছিল এটি।

সেক্টর নং ১১

কিশোরগঞ্জ বাদে ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল জেলা নিয়ে গঠিত হয় 'সেক্টর নং ১১'। ১৯৭১ সালের এপ্রিল থেকে জুন পর্যন্ত এই সেক্টরের কমান্ডার ছিলেন মেজর জিয়াউর রহমান । নভেম্বর পর্যন্ত সেক্টর কমান্ডার ছিলেন মেজর আবু তাহের ও তারপর ফ্লাইট লেফট্যান্যান্ট (পরে উইং কমান্ডার) এম হামিদুল্লাহ খান। এই সেক্টরকে ৭টি সাব সেক্টর ভাগ করা হয়েছিল।

ভয়াবহ দূষণে যে তিন প্রমত্তা নদী পরিণত হয়েছে নালায়

হবিগঞ্জ (ওয়েবডেস্ক)ঃ বাংলাদেশে ৫৬টি নদীর দূষণের মাত্রা পরীক্ষা করতে গিয়ে সবকটি অতিমাত্রায় দূষিত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এরমধ্যে গাজীপুরের লবণদহ, নরসিংদীর হাঁড়িধোয়া ও হবিগঞ্জের সুতাং এই তিনটি নদীর অবস্থা সবচেয়ে ভয়াবহ। এই নদীগুলোয় সহনীয় মাত্রার চেয়ে তুলনামূলক বেশি দূষণের অস্তিত্ব পেয়েছেন গবেষকরা। রিভার অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টার (আরডিআরসি) গত বছরের ফেব্রুয়ারি থেকে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশের ৫৬টি নদীর গুণগত মান বিশ্লেষণ করে গত ১৪ই মার্চ এই গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে দূষণের প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে যত্রতত্র প্লাস্টিকের ব্যবহারকে। অপর দুই বড় কারণ হল ঃ নদী তীরবর্তী শিল্প কারখানাগুলোর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না থাকা, সেইসাথে পৌরসভাগুলোর ময়লা ফেলার জন্য নদীকে বেছে নেয়া। বাংলাদেশের সংবিধানে নদীকে জনসম্পদ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হলেও সেই নদী রক্ষায় সরকারের সদিচ্ছার যথেষ্ট অভাব রয়েছে বলে মনে করেন পরিবেশবিদরা। তাদের আশঙ্কা, দ্রুত কোন ব্যবস্থা না নিলে এই ৫৬টি নদীর দূষণ সারা দেশের ৭৫৪টি নদীতে ছড়িয়ে পড়বে। তারা বলছেন, এতে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকি পড়বে নদী তীরবর্তী মানুষের জীবন, জীবিকা, সেইসাথে কৃষি, জলজ স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও বিশুদ্ধ খাবার জলের যোগানও হুমকি মুখে পড়বে।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় অনুযায়ী নদীকে মানুষের মতোই একটি জীবন্ত সত্তার স্বীকৃত দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ নদীগুলো এখন থেকে মানুষ বা প্রাণীর মতো আইনি অধিকার পাবে। নদীর যেকোনো ক্ষতির বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হওয়া যাবে।

গবেষণায় যে তিনটি নদীকে সবচেয়ে দূষিত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এরমধ্যে লবণদহ নদী এর ব্যাপ্তির কারণে আগে লবলং সাগর হিসেবে পরিচিত ছিল বলে জানা গিয়েছে। এই নদীর উৎপত্তি হয়েছে ময়মনসিংহ জেলার ভালুকা উপজেলার ক্ষীরু নদীর সংযোগস্থল থেকে। সেখান থেকে গাজীপুর জেলার শ্রীপুর উপজেলার ওপর দিয়ে মির্জাপুরের কাছে তুরাগ নদীতে গিয়ে মিশেছে।

আরডিআরসির গবেষকরা এই নদীর তীরে ২৫০টি কারখানা পেয়েছেন। যার সবগুলোর কেমিক্যাল বর্জ্য সেইসাথে শ্রীপুর পৌরসভার সব বর্জ্য পড়ছে এই নদীতে। শ্রীপুর অংশে প্রায় ৩০ কিলোমিটারজুড়ে চলছে এই দূষণ।

ফলে একসময়কার প্রমত্তা নদী দখল ও ভরাট হতে হতে বর্তমানে খাল বা নালায় রূপ নিয়েছে। মাছসহ জলজ জীব বেঁচে থাকার পরিবেশ হারিয়েছে।

একই অবস্থা হাঁড়িধোয়া নদীর। এই নদীর উৎপত্তিস্থল নরসিংদীর মনোহরদী উপজেলার দক্ষিণ-পশ্চিম ও শিবপুর উপজেলার পশ্চিম-উত্তর শীতলক্ষ্যা নদীর কোণ থেকে। এরপর প্রায় ৬০-৭০ কিলোমিটার আঁকাবাঁকা হয়ে নদীটি জেলা শহরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে এসে মেঘনা নদীর মোহনায় মিলিত হয়েছে।

এক সময় এই নদী কৃষিকাজ ও মাছ ধরার উৎস হলেও এখন তা শিল্পকারখানার বিষাক্ত বর্জ্যে সম্পূর্ণ ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

তবে সবচেয়ে করুণ অবস্থা সুতাং নদীর। বাংলাদেশ-ভারতের আন্তঃসীমান্ত নদীটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের হবিগঞ্জে প্রবেশ করে ৮২ কিলোমিটার জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এক সময়কার এই খরস্রোতা নদী এতোটাই ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যা দুই দশক আগের বুড়িগঙ্গার কথা মনে করিয়ে দেয়।

এর কারণ হিসেবে আরডিআরসি বলছে, সুতাং নদীর তীরে বেশ কয়েকটি টাইলস, ডাইয়িং, রাসায়নিক ও ব্যাটারি কারাখানা গড়ে উঠেছে। এতে নদীর পানি আলকাতরার চেয়েও কালো ও থকথকে হয়ে পড়েছে।

ফলে এটি নদী নাকি নালা - তা বোঝার উপায় নেই। এই নদীগুলোয় পিএইচ, দ্রবীভূত অক্সিজেন, বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এবং কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড - এই চারটি প্যারামিটারের ভিত্তিতে গবেষণা পরিচালনা করা হয়। এখানে পিএইচ হল জলের জারক প্রকৃতি নির্ধারণের সূচক।

পরিবেশ সংরক্ষণ নীতি অনুযায়ী, নদীর জলেতে পিএইচ-এর আদর্শ মান হল ছয় থেকে নয়। এর চেয়ে মাত্রা বেশি হলে জলের ক্ষারত্ব বাড়তে থাকে ও কম থাকলে অম্লতা বাড়তে থাকে। পিএইচ এর পরিবর্তন জলের অক্সিজেন ও তাপমাত্রাকে প্রভাবিত করে। এ কারণে জলেতে পিএইচের মানমাত্রা বেশি ও কম দুটোই জনস্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অথচ সবচেয়ে দূষিত তিন নদীর জলের পিএইচ মাত্রা অনেক কম। এদিকে 'ডিজলভড অক্সিজেন' বলতে বোঝায় জলের ভেতরে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রাকে। এর আদর্শ মাত্রা হল প্রতি লিটারে ৪.৫ থেকে আট মিলিগ্রাম। এর চেয়ে কম অক্সিজেন থাকলে জলজ প্রাণীর অক্সিজেনের ঘাটতি দেখা দেয়, ফলে তারা ওই পরিবেশে বাঁচতে পারে না। ভয়াবহ দূষিত ওই তিন নদীর জলেতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা ভয়াবহ কম দেখা গিয়েছে। সুনামগঞ্জের সুতাং নদীতে পিএইচের মাত্রা ৪ এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দশমিক আট, গাজীপুরের লবনদহ নদীতে পিএইচের মাত্রা ৫ এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দশমিক সাত। নরসিংদীর হাঁড়িধোয়া নদীতে পিএইচের মাত্রা ৬.১ এবং দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ দশমিক ছয়। অর্থাৎ আদর্শ মানের চাইতে নীচে।

এছাড়া এসব নদীর জলেতে বায়োলজিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এবং কেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড এই দুটির মাত্রাও অস্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। ফলে এসব নদ-নদীর দূষিত জল প্রাণ-প্রতিবেশ, জলজ স্বাস্থ্য ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন পরিবেশবিদরা।

এই গবেষণায় মূলত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে উঠে আসা শহর ও উপশহর তীরবর্তী দূষিত নদীগুলোকে। পরবর্তীতে গ্রাম ও প্রত্যন্ত এলাকার নদীগুলোকেও গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গবেষণায় শহর ও গ্রামের প্রায় সব নদীতে শিল্পবর্জ্য, পৌর বর্জ্য বিশেষ করে মাইক্রোপ্লাস্টিক দূষণের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। কারণ নদী বহমান হওয়ায় এই দূষণ স্রোতের সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশের সব নদীতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে। এ নিয়ে আরডিআরসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ বলেন, আমরা মূলত শহরাঞ্চলের নদীগুলোর গুণগত মান পরীক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েছি। পরে গ্রামাঞ্চলের নদীগুলোর নমুনাও আমরা সংগ্রহ করি। দুঃখের বিষয় হল, এমন কোনও নদী নেই যেখানে দূষণ পাইনি। সব জায়গায় প্লাস্টিক পেয়েছি। পটুয়াখালীর দিকের নদীতে শিল্প দূষণ কম, নগরায়ন নাই - কিন্তু সেখানকার উপকূলীয় এলাকা থেকেও আমরা প্রচুর প্লাস্টিক পেয়েছি। কারণ জেলেরা মাছ বহনে প্রচুর প্লাস্টিক ব্যবহার করে। এই প্লাস্টিক দূষণ কতোটা ভয়াবহ পর্যায়ে গিয়েছে না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। আর শহরে তো প্লাস্টিকের মাত্রা গুণে শেষ করা যাবে না। ঢাকার আশেপাশের চারটি নদীতে (বুড়িগঙ্গা, তুরাগ, বালু, টঙ্গিখাল) ৬০৮টি দূষণ পয়েন্ট পেয়েছেন গবেষকরা। এরমধ্যে ২৫০টি হল নদী তীরবর্তী ডাস্টবিন।

নদী তীরবর্তী মানুষ, বাজার, কারখানা তাদের দৈনন্দিন বর্জ্য নদীতে ফেলে। কারণ এসব কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কোন মেকানিজম সিটি কর্পোরেশনের নেই। সেইসাথে পয়ঃনিষ্কাশনের বর্জ্য তো আছেই। এ কারণে ঢাকার আশেপাশে ৭টি নদী থাকা সত্ত্বেও পানির অভাব রয়েছে। কারণ ওই নদীর জলগুলো এতোটাই দূষিত যে তা পরিশোধনের কোন উপায় নেই।

গত দুই দশক ধরে বাংলাদেশের ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর বাইরে অন্য শহরেও নগরায়ন, শিল্পায়ন ও নানা ধরণের উন্নয়ন কাজ চলছে। আরডিআরসির চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজের অভিযোগ এসব উন্নয়ন কাজ চলছে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে, পরিবেশের কথা না ভেবেই। ফলে একদিকে উন্নয়ন হচ্ছে দেখালেও পরিবেশ দূষণ সারা দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, এ নিয়ে সরকারের কোন নিয়ম নীতি নেই, তদারকি বা জবাবদিহিতার জায়গা নেই। এতে নদী নির্ভর প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকা, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা, নিরাপদ জলের যোগান হুমকির মুখে পড়েছে বলে তিনি জানান। এক্ষেত্রে তিনি অভিযোগের তীর ছুঁড়েছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের দিকে। তার মতে, পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অবহেলার কারণেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। এখনই তাদেরকে জবাবদিহিতার আওতায় আনা না হলে সামনে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সরকার সাম্প্রতিক সময়ে যে ইপিজেড স্থাপনের পরিকল্পনার কথা জানিয়েছে তার প্রত্যেকটির অবস্থান নদীর তীরে।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

রাঁচি
সোমবার
৪

web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
27:03:2023

'স্যার' ডাকা নিয়ে আলোচনাবিতর্ক ঃ সমাধানের উপায় কী?

রাঁচী (এজেন্সী) ঃ 'স্যার' বা 'ম্যাডাম' না বললে প্রশাসনের অনেক কর্মকর্তা রেগে যান বলে অভিযোগ আছে। 'স্যার' সম্বোধন নিয়ে সম্প্রতি একটি ঘটনা বেশ আলোড়ন ফেলেছে বাংলাদেশে। রংপুরে একজন শিক্ষককে সেখানকার জেলা প্রশাসক তাকে 'স্যার' বলতে বাধ্য করেছেন " এ অভিযোগে ওই শিক্ষক প্রতিবাদ জানালে তার খবরছবি অনলাইনে ভাইরাল হয়, আর শুরু হয় আলোচনাবিতর্ক। জানা গেছে যে রংপুরে একজন বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সেখানকার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে সামনে প্লাকার্ড নিয়ে প্রতিবাদ শুরু করেন। তার অভিযোগ জেলা প্রশাসক তাকে 'স্যার' সম্বোধন করতে বাধ্য করেছেন। পরবর্তীতে গণমাধ্যমে খবর আসে যে জেলা প্রশাসক ঐ শিক্ষকের কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সেই খবর ও ছবি ভাইরাল হয় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও। 'স্যার না বলায় সাংবাদিকের উপর রেগে গেলেন কর্মকর্তা', কিংবা 'সাধারণ মানুষ সেবা নিতে গিয়ে স্যার না বলায় প্রশাসনের কর্মকর্তার রোষানলে', এমন খবর প্রায়ই উঠে আসে বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমে।

এই প্রাণীটি থেকেই কি কোভিড মানুষের দেহে ঢুকেছিল?

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ বিজ্ঞানীদের একটি দল দাবি করেছেন, কীভাবে প্রথম কোভিড১৯ ভাইরাস মানব শরীরে ছড়িয়ে পড়েছিল, তার 'সবচেয়ে জোরালো প্রমাণ' তারা খুঁজে পেয়েছেন।

এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ ভাইরাসটি কীভাবে সারা বিশ্বে ছড়িয়েছিল, তা নিয়ে নানারকম গবেষণা হয়েছে, যার মধ্যে পরস্পরবিরোধী তত্ত্ব রয়েছে, যার মধ্যে রাজনীতিও ঢুকে পড়েছে। যদিও সেসব থিওরির কোনোটিই চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত বা অপ্রমাণিত হয়নি।

এসব জটিলতার মধ্যে নতুন এই গবেষণার তথ্যকে একটি মোড়বদলকারী ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

করোনা ভাইরাসের সম্ভাব্য উৎস হিসাবে একটি নির্দিষ্ট প্রাণী প্রজাতিকে লক্ষ্য করে সর্বশেষ এই গবেষণাটি করা হয়।

তিন বছর আগে উহানের হুয়ানান বন্যপ্রাণীর বাজার থেকে সংগ্রহ করা নমুনার ওপর ভিত্তি করে এসব বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। শুরু থেকেই ধারণা করা হয়েছিল যে, ওই বাজার থেকেই ভাইরাসটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়েছে।

গত ২০শে মার্চ এই গবেষণার ফলাফল একটি অনলাইন জার্নালে প্রকাশ করা হয়েছে।

যখন কোভিড একটি রহস্যময় রোগ হিসাবে বিজ্ঞানীদের কাছে পরিচিত ছিল, সেই ২০২০ সালের প্রথমদিকে ওই বাজার থেকে নমুনাগুলো সংগ্রহ করেছিল চীনের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল (সিডিসি)।

সম্প্রতি সেসব নমুনার জেনেটিক তথ্য বের করা হয়েছে, যা সংক্ষিপ্ত এবং সার্বজনীন। সেসব তথ্য পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীদের একটি দল কোভিড১৯ ভাইরাস বিস্তারের জন্য মধ্যবর্তী বাহক হিসাবে 'রেকুন ডগ' নামে একটি কুকুরজাতীয় প্রাণীকে শনাক্ত করেছেন, যেখানে থেকে ভাইরাসটি মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

গবেষকরা দেখতে পেয়েছেন, বাজারের যে জায়গা থেকে সংগ্রহ করা নমুনায় সার্স কোভ২ ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে এবং যেখানে বন্য স্তন্যপায়ী প্রাণী মাংসের জন্য বাজারে বিক্রি করা হচ্ছিল, " সেখানে এই রেকুন কুকুরের লালাও পাওয়া গেছে।

কিন্তু করোনাভাইরাসের উৎস খোঁজার ব্যাপক অনুসন্ধান এবং দীর্ঘদিন আগেই সেই বাজারটি বন্ধ করে দেয়া, বিক্রির জন্য আনা প্রাণীগুলোকে মেরে ফেলার কারণে এই বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত কোন প্রমাণ নেই। তিন বছর আগে এই গবেষণাটি করা হলেও সেটার ফলাফল প্রকাশে এতো বেশি দেরি হওয়াকেও অনেক বিজ্ঞানী 'কলঙ্কজনক' বলে অভিহিত করেছেন।

'কোন গবেষণাগার থেকেই ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছিল' " যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের মধ্যে এমন একটি তত্ত্ব যখন জোরালো ভিত্তি পেতে শুরু করেছে, তেমন আভাসের মধ্যেই এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা হলো।

চীনের সরকার অবশ্য সেদেশের কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারে ভাইরাসটির জন্ম হয়েছিল বলে যে ধারণা করা হচ্ছে, তা জোরালোভাবে অস্বীকার করেছে।

কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই এবং মার্কিন ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জি ধারণা করছে যে, সেটা 'হলেও হতে পারে'।

ভাইরাসের উৎপত্তি রহস্য নিয়ে তদন্ত করে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগ ও সংস্থা ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে পহেলা মার্চ এফবিআইয়ের পরিচালক চীনের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে, তারা তদন্তে 'বিভ্রান্তি এবং অস্পষ্টতা' তৈরি করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে। সেই সঙ্গে তিনি বলেছেন, চীনের কোন গবেষণাগার থেকে ভাইরাসটির বিস্তার তত্ত্বের ব্যাপারে অনেকদিন ধরেই এফবিআই নিশ্চিত ছিল।

কিন্তু সেটা জানার পরেও কেন এফবিআই এসব তথ্য প্রকাশ করেনি, তা নিয়ে হতাশা প্রকাশ করেছেন কোন কোন বিজ্ঞানী।

কোভিড১৯ ভাইরাসের উৎস অনুসন্ধানে তিন বছর ধরে যারা কাজ করেছেন, এমন কয়েকজন বিজ্ঞানীর সঙ্গে কথা বলেছে বিবিসি। তারা বিশ্বাস করেন, কীভাবে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছিল, এই নতুন গবেষণা তা বোঝার জন্য সবচেয়ে কাছাকাছি থিওরি বা তত্ত্ব হতে পারে।

সেই সঙ্গে চীন ও পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে যে বিভেদ তৈরি হয়েছে, তা রহস্য সমাধানের বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

চীনে বন্যপ্রাণী বাজার থেকে সংগ্রহ করা নমুনাগুলোর জিনগত বিশ্লেষণ করে দেখেছেন প্যারিসের ইকোলজি অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস ইন্সটিটিউটের সিনিয়র গবেষক ড. ফ্লোরেন্স ডেবারে।

তিনি বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিসের সায়েন্স ইন অ্যাকশন প্রোগ্রামকে বলেছেন, যখন তিনি প্রথম জানতে পারেন যে, এই ধরনের কিছু তথ্য রয়েছে, সেটা পাওয়ার জন্য তিনি পাগলের মতো হয়ে গিয়েছিলেন।

বিজ্ঞানীদের এই ধরনের তথ্য শেয়ার করার প্লাটফর্ম জিআইএসএআইডি নামের একটি জেনেটিক তথ্যভাণ্ডারে এসব জেনেটিক কোড পাওয়ার এবং ডাউনলোড করে নেয়ার পর তিনি এবং তার সহকর্মীরা বিশ্লেষণ করতে শুরু করেন যে, চীনের ওই বাজারে ভাইরাসের স্থান থেকে সংগ্রহ করা নমুনার সঙ্গে কোন জাতীয় প্রাণীর নমুনার মিল রয়েছে।

'আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে যেসব ফলাফল পেয়েছি, তা হলো, রেকুন কুকুর, রেকুন কুকুর, রেকুন কুকুর, রেকুন কুকুর,'' তিনি বলছেন।

রেকুন ডগ হচ্ছে এমন একটি ছোট আকারের কুকুরসদৃশ প্রাণী, যার সঙ্গে শিয়ালেরও অনেক মিল আছে। পূর্ব এশিয়ার চীন, জাপান, উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া এবং ইউরোপের বেশ কিছু অঞ্চলে এ প্রাণীটির আবাসস্থল রয়েছে।

ড. ডেবারে ব্যাখ্যা করছেন, ''সুতরাং আমরা একই জায়গায় একই সঙ্গে ভাইরাস এবং (বাহক) প্রাণী খুঁজে পেয়েছি,''।

'এর মানে এই না যে, ওই কুকুরগুলো সংক্রমিত হয়েছিল। কিন্তু এ পর্যন্ত আমরা যত ব্যাখ্যা পেয়েছি, তার মধ্যে এটাই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা,'' তিনি বলছেন।

এই গবেষণার সঙ্গে জড়িত সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এডি হোমসের মতে, ভাইরাসটি কীভাবে প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে এসেছে, এটাই তার সবচেয়ে ভালো প্রমাণ।

প্রফেসর হোমস বিবিসিকে বলছেন, ''আমরা আর কখনোই সেই বাহক প্রাণীটিকে খুঁজে পাবো না, কারণ সেটি (তথ্যপ্রমাণ) হারিয়ে গেছে।''

'কিন্তু এই পুরো ব্যাপারটি অসাধারণ যে, জেনেটিক তথ্যের মাধ্যমে সেটাকে খুঁজে পাওয়া গেছে আর এর মাধ্যমে শুধু সেটা কোন প্রজাতি তাই নয়, তারা বাজারের ঠিক কোন জায়গায় ছিল, সেটাও আমরা জানতে পারছি,' তিনি বিবিসিকে বলেছেন।

কোভিড মহামারীতে বিশ্বব্যাপি লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছে। সর্বশেষ এই গবেষণায় পাওয়া নতুন তথ্যগুলো কোভিড মহামারীর উৎস সম্পর্কে আরও জানতে বা গবেষণা করতে মূল ভূমিকা রাখতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন, সেই গবেষণা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া জটিল হবে।

রটারডামের ইরাসমাস ইউনিভার্সিটিরই অধ্যাপক মেরিয়ন কুপম্যানস বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তদন্তকারী দলের সদস্য ছিলেন, যারার ২০২০ সালে উহানে গিয়েছিল।

তিনি ব্যাখ্যা করে বলছেন, 'নতুন গবেষণায় এসব প্রাণীর অবস্থান নির্দিষ্ট স্টল বা দোকানে থাকার বিষয়টি চিহ্নিত করে দিয়েছে। সেখানে বিক্রি করা প্রাণী গুলোয় কোথা থেকে এসেছে, তা আপনি পরীক্ষা করে দেখতে পারেন।'

'কিন্তু এটা যদি অবৈধ বিক্রির অংশ হয়ে থাকে, তাহলে প্রশ্ন হলো যে, আপনি সেসব তথ্য আর খুঁজে পাবেন কিনা।'

যেসব খামারে এসব প্রাণী বড় করা হয়েছে, সেখানেও জৈবিক প্রমাণ থাকতে পারে। গবেষকরা যদি সেসব খামারের প্রাণীতে অ্যান্টিবডি দেখতে পান, যা প্রমাণ করে যে, এসব প্রাণী সার্স কোভ২ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিল। সেটাও গবেষকদের আরেকটি সূত্র দিতে পারে।

জেনেটিক এসব তথ্য গবেষণার বা তদন্তের ক্ষেত্র অনেক কমিয়ে আনতে পারে।

তবে অধ্যাপক হোমস বলছেন, কোন প্রাণীর মধ্যে আসল ভাইরাসটি খুঁজে বের করা বেশ কঠিন একটা কাজ হবে।

এই গবেষণায় সেটা অবশ্যই নিশ্চিতভাবে বলা যায়নি। হয়তো এটা এমন একটা উত্তর, যা কোনদিনই জানা যাবে না। সেই উত্তর খোঁজার কাজটি এখন ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক এবং বিষাক্ত হয়ে উঠেছে।

এই গবেষণায় যদিও আগের তত্ত্বকেই জোরালো করে তুলছে যে, ভাইরাসটি বন্য প্রাণী থেকে উদ্ভূত হয় এবং উহানের বাজারেই তা প্রাণী থেকে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আরেকটি থিওরিতে বলা হচ্ছে যে, উহান ইন্সটিটিউট অফ ভাইরোলজির একটি গবেষণাগার থেকে ভাইরাসটি ছড়িয়ে পড়েছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অব এনার্জির গোয়েন্দা মূল্যায়ন এবং মহামারীর উৎস সম্পর্কে রিপাবলিকান নেতৃত্বাধীন শুনানির পর এফবিআইয়ের পদক্ষেপের কারণে দ্বিতীয় থিওরিটি শিরোনাম হয়ে উঠেছে। বিবিসির সায়েন্স ইন অ্যাকশনের সাথে একটি সাক্ষাৎকারে অধ্যাপক হোমস এর আগের একটি গবেষণার ফলাফলের দিকে গুরুত্বারোপ করেছেন।

'মহামারীটি বাজার থেকেই ছড়াতে শুরু করেছিল। এখন আমরা বুঝতে পারছি যে, কেন মূল প্রাণীগুলো সেখানে ছিল।'

'উহানের গবেষণাগারের আশপাশ থেকে মহামারীর সূত্রপাত হয়নি, সেটা ৩০ কিলোমিটার দূরে ছিল। প্রথমদিকে গবেষণাগারের আশেপাশে সংক্রমণেরও কোন তথ্য পাওয়া যায়নি,' তিনি বলছেন।

এসব মূল্যবান তথ্য প্রকাশে তিন বছরের বেশি সময় ধরে বিলম্ব করায় চীনের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোলের (সিডিসি) প্রতি ক্ষোভ ও হতাশাও প্রকাশ করেছেন বিজ্ঞানীরা।

'এসব তথ্য তিন বছরের পুরনো এতদিন ধরে সেটা প্রকাশ না করা একটা বড় ধরনের লজ্জাজনক ব্যাপার,'' বলছেন অধ্যাপক হোমস।

জিআইএসএআইডি তথ্যভাণ্ডারে এসব তথ্য আপলোড করা হয়েছিল এই বছরের জানুয়ারি মাসে। কিন্তু কেউ সেটা লক্ষ্য করেনি।

ধারণা করা হয় যে, এসব তথ্যের ওপর ভিত্তি করে চীনের সিডিসির গবেষকদের তৈরি করা একটি গবেষণার সহায়তা নথিপত্র হিসাবে এটা আপলোড করা হয়েছিল।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই চীনা গবেষকরা জানতে পারেন যে, অন্যরা তথ্যটি দেখতে পেয়েছে। এরপর সেসব তথ্য আবার লুকিয়ে ফেলা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক টেড্রোস গেব্রেইয়েসুস গত ১৭ই মার্চ একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, '(মহামারী উৎস) রহস্যের উত্তরের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য প্রতিটি তথ্যই গুরুত্বপূর্ণ'' এবং 'কোভিড১৯ এর উৎস সম্পর্কিত যেকোনো গবেষণার প্রতিটি তথ্য অবিলম্বে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সঙ্গে ভাগাভাগি করা উচিত।''

'আমাদের রাজনীতির বাইরে যেতে হবে এবং বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের চর্চা করতে হবে, ' তিনি বলেছেন।

মি. ঘেব্রেইয়েসাস আরও বলেছেন, ''বন্যপ্রাণী থেকে মানুষের শরীরে ভাইরাস আসে এটা আমাদের সেই বিবর্তনের ইতিহাস থেকেই একটি প্রচলিত সত্য। এখানে আমরা যেটা করতে পারি, তা হলো এই বন্যপ্রাণী থেকে নিজেদের আলাদা করে রাখা এবং আরও ভালো নজরদারি করা।'

'কারণ এটি আবারও ঘটবে।'

বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করবে রাশিয়া ঃ পুতিন

বেলারুশ ঃ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেছেন বেলারুশে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েন করবে রাশিয়া। এই পদক্ষেপের কারণে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার ঠেকাতে যে চুক্তি তা লঙ্ঘিত হবে না বলে জানিয়েছেন মি. পুতিন।

রুশ রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, ইউরোপে, যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র স্থাপনের বিষয়টি উল্লেখ করে মি. পুতিন বলেছেন, মস্কো তার অস্ত্রের নিয়ন্ত্রণ মিনস্কের হাতে দেবে না।

যুক্তরাষ্ট্র বলছে, তারা বিশ্বাস করে না যে এই ঘোষণার পর রাশিয়া পরমাণু অস্ত্র ব্যবহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে।

মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তর এক বিবৃতিতে বলেছে, আমরা আমাদের নিজস্ব কৌশলগত পারমাণবিক অবস্থান সমন্বয় করার কোনো কারণ দেখিনি।

'আমরা নেটো জোটের সম্মিলিত প্রতিরক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ'।

বেলারুশ সরকার ক্রেমলিনের ঘনিষ্ঠ মিত্র এবং ইউক্রেনে রুশ আক্রমণকে সমর্থন করে।

রুশ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে শনিবার প্রেসিডেন্ট পুতিন বলেছেন, বেলারুশের নেতা আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো দীর্ঘদিন ধরে দেশটিতে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপনের বিষয়টি উত্থাপন করেছেন। তিনি বলেন, এখানেও অস্বাভাবিক কিছু নেই। যুক্তরাষ্ট্র দশকের পর দশক ধরে এটি করে আসছে। তারা দীর্ঘদিন ধরে তাদের মিত্র দেশগুলোর ভূখণ্ডে তাদের কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন করেছে। প্রেসিডেন্ট পুতিন জানান, রাশিয়া পয়লা জুলাইয়ের মধ্যে বেলারুশে কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র সংরক্ষণের জন্য স্থাপনা নির্মাণের কাজ শেষ করবে। তিনি আরও জানান, অল্প সংখ্যক ইস্কান্দার ট্যাক্টিক্যাল মিসাইল সিস্টেম যা পারমাণবিক অস্ত্র নিক্ষেপের সময় ব্যবহার করা যায়, ইতোমধ্যেই বেলারুশে স্থানান্তর করা হয়েছে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ের পর এই প্রথমবারের মতো দেশের বাইরে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন করবে মস্কো। সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৯১ সালে ভেঙে যাবার পর অস্ত্রগুলো চারটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র রাশিয়া, ইউক্রেন, বেলারুশ ও কাজাখস্তানের কাছে চলে যায় এবং সকল ওয়ারহেড রাশিয়ার কাছে স্থানান্তর শেষ হয় ১৯৯৬ সালে।

এদিকে, ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি তার পশ্চিমা মিত্রদের কাছ থেকে আরও সামরিক সহায়তার আবেদন জানিয়েছেন। এরপরই ভ্লাদিমির পুতিন বেলারুশে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপনের কথা জানালেন।

এ সপ্তাহের শুরুর দিকে অন্তত ১৮টি দেশ একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে, যেখানে পরের বছর যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশটিকে কমপক্ষে এক মিলিয়ন কামানের গোলা সরবরাহ করার কথা বলা হয়েছে।

তবে একটি জাপানি সংবাদপত্রে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, পরবর্তী গোলাবারুদ না আসা পর্যন্ত ইউক্রেন দেশের পূর্বাঞ্চলে সম্ভাব্য পাল্টা আক্রমণ চালাতে পারবে না। রাশিয়ার পাশাপাশি ইউক্রেনের সাথেও বেলারুশের সীমান্ত রয়েছে।

ফেব্রুয়ারি মাঝামাঝি বেলারুশের নেতা অ্যালেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো বলেন, ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার নতুন আক্রমণের জন্য ঘাঁটি হিসেবে নিজ দেশের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দিতে তিনি প্রস্তুত। এসময় দুই দেশের মধ্যে ইউক্রেন যুদ্ধের ব্যাপারে সহযোগিতা বৃদ্ধির ঘোষণা আসে।

ঘাঁটি হিসেবে নিজ দেশের ভূখণ্ড ব্যবহারের বিনিময়ে বেলারুশ রাশিয়ার কাছ থেকে একটি এস৪০০ বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং ইস্কান্দার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থা উপহার পেয়েছে।

এই মুহূর্তে বেলারুশে কয়েক হাজার রুশ সৈন্য রয়েছে এবং সেখানে দু'দেশের সামরিক বাহিনীর যৌথ মহড়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

গত বছর ইউক্রেনের ওপর পূর্ণ মাত্রায় আগ্রাসন শুরুর সময় প্রেসিডেন্ট পুতিন বেলারুশের মাধ্যমে দেশটির ভেতরে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, অর্থাৎ বেলারুশ রুশ সৈন্যদের নিজেদের ভূমি ব্যবহার করতে দেয় তখন।

বেলারুশ সেসময় সরাসরি যুদ্ধে যোগ দেয়নি। যুদ্ধের ঠিক আগে বেলারুশে দুই দেশের সৈন্যরা একটি যৌথ মহড়াও চালিয়েছিল।

ব্রিটেন বলছে, রাশিয়া সম্ভবত আরও প্রতিরক্ষামূলক তৎপরতার পরিকল্পনা পরিচালনা করবে

ইউক্রেন ঃ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক শনিবার ইউক্রেন সম্পর্কিত তাদের দৈনিক গোয়েন্দা প্রতিবেদনে বলেছে,রাশিয়া সম্ভবত ইউক্রেনে তাদের অভিযানে ২০২৩ সালের জানুয়ারী থেকে সাধারণ আক্রমণ চালানোর প্রচেষ্টার অসম্পূর্ণ ফলাফলের পরে আরও প্রতিরক্ষামূলক তৎপরতার পরিকল্পনা পরিচালনা করছে। ইউক্রেনের সৈন্যরা পিছু হটার পরিবর্তে বাখমুতে আরও গভীরে ঢুকেছে । কিছু পশ্চিমা সামরিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এই কৌশলটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে কারণ ইউক্রেনীয়দের পাল্টা আক্রমণের জন্য বাহিনী সংরক্ষণ করা দরকার। তবে ব্রিটিশ মন্ত্রকের মতে, বাখমুতে রাশিয়ার আক্রমণ মূলত থমকে গেছে ...যা রুশ বাহিনীর চরম শক্তি ক্ষয়ের ফল। এদিকে ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ দ্য রেড ক্রস বলছে, প্রায় ১০ হাজার ইউক্রেনীয় বেসামরিক নাগরিক, যাদের অনেকেই বয়স্ক বা প্রতিবন্ধী, তারা বাখমুত ও এর আশেপাশের বসতিগুলোতে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে অবস্থান করছে। ইউক্রেনের ডিনিপ্রো থেকে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে আইসিআরসি'র উমর খান বলেন, তারা অত্যন্ত ভয়াবহ পরিস্থিতিতে বাস করছে, প্রায় পুরো দিন ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কেন্দ্রে তীব্র গোলাবর্ষণের মধ্যেই বাস করতে হচ্ছে। যুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘনের সর্বসাম্প্রতিক প্রতিবেদনে, জাতিসংঘ হাজার হাজার বেসামরিক নাগরিকের মৃত্যুর পাশাপাশি গুম, নির্যাতন এবং ধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। যার বেশিরভাগই রাশিয়া অধিকৃত অঞ্চলে ইউক্রেনীয়দের সাথে ঘটেছে। রাশিয়া বিশেষ সামরিক অভিযান হিসেবে নৃশংসতা চালানোর কথা অস্বীকার করেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতকে সহায়তা করতে পারে এমন তথ্য আদানপ্রদানের জন্য, শুক্রবার বাইডেন প্রশাসনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের উভয় দলের সিনেটররা। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনকে দেয়া এক চিঠিতে সাংসদরা উল্লেখ করেন আইসিসিকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে প্রশাসনকে আরও নমনীয়তা দেওয়ার জন্য কংগ্রেস আইন পাস করেছে।